টীকা-৩৭৪. অর্থাৎ কারো গোপন অবস্থা প্রকাশ করে দেয়া। এর মধ্যে 'গীবত'-ও এসে গেছে, চুগলখোরীও। বিবেকবান সে-ই, যে নিজের দোষ-ত্রুটি দেখে। অপর একটা অভিমত এও আছে যে, 'মন্দ কথা' মানে 'গালি দেয়া'।

টীকা-৩৭৫. অর্থাৎ তার জন্য অত্যাচারীর অত্যাচারের কথা প্রকাশ করে দেয়া বৈধ। সে চোর কিংবা লুণ্ঠনকারী সম্পর্কে একথা বলতে পারবে যে, সে তার মাল চুরি করেছে কিংবা লুণ্ঠন করেছে।

শানে নুযূলঃ এক ব্যক্তি একটা গোত্রের নিকট অতিথি হয়েছিলো। তারা তার যথাযথ আতিথেয়তা করেনি। অতঃপর সে যখন সেখান থেকে বের হলো তখন তাদের বদনামী করতে লাগলো। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

সূরা ঃ ৪ নিসা | ১৯৭ | পারা ঃ ৬

১৪৮. আল্লাহ্ ভালবাসেননা মন্দ কথার প্রচারণা (৩৭৪), কিন্তু নির্যাতিতের নিকট হতে (৩৭৫); এবং আল্লাহ্ শুনেন, জানেন।

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا

১৪৯. যদি তোমরা কোন সৎকর্ম প্রকাশ্যে করো অথবা গোপনে অথবা কারো দোষ ক্ষমা করো, তবে আল্লাহ্ নিশ্চয় ক্ষমাশীল, শক্তিমান (৩৭৬)।

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا

১৫০. এবং (নিশ্চয়) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণকে অমান্য করে এবং চায় যে, আল্লাহ্ থেকে তাঁর রসূলগণকে পৃথক করে নেবে (৩৭৭),

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ

মানযিল - ১

কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত শরীফ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু)-এর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। একজন লোক বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে তাঁর (হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব) সম্পর্কে অশালীন কথা বলতে লাগলো। তিনি (হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব) কয়েক বার নীরব রইলেন। কিন্তু এতেও লোকটা বিরত হলোনা। তখন তিনি একবার মাত্র তার সমালোচনার জবাব দিলেন। এ কারণে, হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন। হযরত সিদ্দীক্বে আকবর আরয করলেন, "এয়া রাসূলাল্লাহ্, সাল্লাল্লাহু আলায়কা ওয়াসাল্লাম! এ লোকটা আমাকে মন্দ বলছিলো, হুযূর কিছুই বললেন না। আমি একবার মাত্র তার জবাব দিলাম, তখনই হুযূর উঠে দাঁড়ালেন!" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "একজন ফিরিশ্‌তা তোমার পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছিলো। যখন তুমি জবাব দিয়েছো তখন ফিরিশ্‌তাটা চলে গেলো এবং শয়তান এসে গেলো।" এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৭৬. তোমরা তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করো, তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। ★

আল-হাদীসঃ "তোমরা দুনিয়াবাসীকে দয়া করো, আস্‌মানওয়ালা তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হবেন।"

টীকা-৩৭৭. এভাবে যে, আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে, কিন্তু তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান আনেনা।।

★ এ থেকে একথাও বুঝা যায় যে, উত্তম আমল (কর্ম) এই যে, প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও বান্দাদেরকে তাদের গুণাহ্‌র উপর পাকড়াও করার পরিবর্তে ক্ষমা করে দেন। সুতরাং ক্ষমা প্রদর্শন করা আল্লাহ্ তা'আলার তরীক্বা হলো।

মাস্‌আলাঃ এ'তে মযলূমকে এরই প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি থাকলেও ক্ষমা করে দেয়া উত্তম পন্থা। তাতে চরিত্রের মহত্ব প্রকাশ পায়।

মাস্‌আলাঃ আল্লাহ্ তা'আলা কারো মন্দ ও অপমানের বিষয়াদি প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। হাঁ, ঐ অত্যাচারীর দোষ ও অপমানজনক বিষয়াদি প্রকাশ করা বৈধ, যে অনিষ্ট, ধোঁকা ও প্রতারণার সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে।

হাদীসঃ হুযূর সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- اُذْكُرُوا الْفَاسِقَ بِمَا فِيْهِ كَيْ يَحْذَرَهُ النَّاسُ

অর্থাৎ "ফাসিক্বের ফাসেক্বী প্রকাশ করে দাও, যাতে লোকেরা তার অনিষ্ট ও অশান্তি থেকে বাঁচতে পারে।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, তিন ধরণের মানুষ আছে, যাদের 'গীবত' (দোষ-ত্রুটি চর্চা) করা বৈধঃ-

১) অত্যাচারী শাসক, ২) প্রকাশ্যভাবে পাপাচারে অভ্যস্ত, ৩) এমন মন্দ বিদ্'আত সম্পন্নকারী, যে মানুষকে সেটার প্রতি আহ্বান করে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অধিকাংশ মন্দ কাজ জিহ্বার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যদিও তা হচ্ছে একটা ক্ষুদ্র মাংসখণ্ড; কিন্তু অধিকাংশ অপরাধ তা দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

হাদীসঃ হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- اَلْبَلَاءُ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ - অর্থাৎ "বালা-মুসীবত অবতীর্ণ হওয়া মুখের কথার উপর নির্ভরশীল।" (তাফসীর-ই-রুহুল বয়ান)

টীকা-৩৭৮. শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। ইহুদীরা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের উপর ঈমান এনেছে এবং হযরত ঈসা ও হযরত বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে তারা কুফর করেছে। অপরদিকে খৃষ্টানরা হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর উপর ঈমান এনেছে এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে কুফর করেছে।

টীকা-৩৭৯. কতেক রসূলের উপর ঈমান আনা তাদেরকে 'কুফর' থেকে বাঁচাতে পারেনা। কেননা, একজন নবীকে অস্বীকার করাও সমস্ত নবীকে অস্বীকার করার সমতুল্য।

টীকা-৩৮০. কবীরাহ্ গুনাহ্‌কারীও তাদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর সমস্ত রসূলের উপর ঈমান রাখে। 'মু'তাযিলা' সম্প্রদায় কবীরাহ্ গুণাহ্‌কারীর (উপর) চিরস্থায়ী আযাবের আক্বীদা পোষণ করে। এ আয়াত দ্বারা তাদের (মু'তাযিলা সম্প্রদায়) এই আক্বীদা বাতিল বলে প্রমাণিত হয়।

وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيدُونَ أَنْ يَّتَّخِذُوا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾

আর বলে, 'আমরা কতেকের উপর ঈমান আনি এবং কতেককে অস্বীকার করি (৩৭৮), এবং এটা চায় যে, ঈমান ও কুফরের মাঝখানে অন্য একটা পথ বের করে নেবে;

أُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾

১৫১. এরাই হচ্ছে সত্যি সত্যি কাফির (৩৭৯); এবং আমি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَالَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥٢﴾

১৫২. এবং সেসব লোক, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁদের মধ্যে কারো উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে পার্থক্য করেনি, অনতিবিলম্বে আল্লাহ্ তাদের প্রতিদান দেবেন (৩৮০); এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু (৩৮১)।

রুকূ' - বাইশ

يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ الْكِتٰبِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسٰىٓ أَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوٓا أَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوسٰى سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٥٣﴾

১৫৩. হে মাহবূব! কিতাবী সম্প্রদায় (৩৮২) আপনার নিকট দাবী করছে যে, (আপনি) তাদের প্রতি আসমান থেকে একটা কিতাব অবতরণ করিয়ে দিন (৩৮৩)। তবে তারা তো মূসার নিকট এটা অপেক্ষাও বড় দাবী করেছিলো (৩৮৪)। সুতরাং তারা বলেছিলো, 'আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্ দেখাও।' তখন তাদেরকে বজ্রাঘাত পেয়ে বসেছিলো তাদের পাপরাশির কারণে; অতঃপর গো-বৎসকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করে বসেছে (৩৮৫) এরপর যে, স্পষ্ট প্রমাণাদি (৩৮৬) তাদের নিকট এসেছে। তখন আমি ক্ষমা করে দিয়েছি (৩৮৭); এবং আমি মূসাকে স্পষ্ট বিজয় দান করেছি (৩৮৮)।

টীকা-৩৮১. মাস্‌আলাঃ এ আয়াত দ্বারা (আল্লাহ্‌র) 'ক্রিয়াবাচক গুণাবলী' (صفات فعليه) 'চিরস্থায়ী' (قديم) বলে প্রমাণিত হয়; কেননা, (অন্যথায়) 'অস্থায়ী' হবার (حادث) মতবাদী একথা বলার সুযোগ পাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা (নাঊযু বিল্লাহ্!) 'অনন্ত-অতীতে' (ازل) ক্ষমাশীল ও দয়ালু ছিলেন না, পরবর্তীতে হয়ে গেছেন। তার এ মতবাদকে এ আয়াত খণ্ডন করছে।

টীকা-৩৮২. অবাধ্যতাবশতঃ

টীকা-৩৮৩. একবারেই

শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে কা'আব ইবনে আশ্‌রাফ ও ফিন্‌হাস্ ইব্‌নে আযূরা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললো, "আপনি যদি নবী হন তবে আমাদের নিকট আস্‌মান থেকে একইবারে কিতাব নিয়ে আসুন, যেমনিভাবে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম 'তাওরীত' এনেছিলেন।" এ দাবীটা তাদের সৎ পথের অন্বেষণ ও অনুসরণের উদ্দেশ্যে ছিলোনা; বরং অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের ফলেই ছিলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-৩৮৪. অর্থাৎ এ দাবীটা তাদের পূর্ণ মূর্খতাপ্রসূত ছিলো। এ ধরণের মূর্খতার মধ্যে তাদের পিতৃ-পুরুষগণও লিপ্ত ছিলো। যদি দাবীটা তাদের হিদায়ত অন্বেষণের জন্য হতো, তবে তা পূরণ করা হতো; কিন্তু তারাতো কোন অবস্থাতেই ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত ছিলোনা

টীকা-৩৮৫. সেটার উপাসনা করতে থাকে।

টীকা-৩৮৬. তাওরীত এবং হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের মু'জিযাসমূহ; যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব ও হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের সত্যতার উপর স্পষ্ট প্রমাণই ছিলো; এবং এতদ্‌সত্ত্বেও যে, তাওরীতকে আমি একইবারে অবতারণ করেছিলাম; কিন্তু 'দুশ্চরিত্রের অগণিত অজুহাত।' আনুগত্য করার পরিবর্তে তারা আল্লাহ্‌কে দেখার দাবী করে বসে ছিলো।

টীকা-৩৮৭. যখন তারা তাওবা করলো। এতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের যুগের ইহুদীদের জন্য এ আশা করার অবকাশ থাকে যে, তারাও যদি তাওবা করে তবে আল্লাহ্ তাদেরকেও নিজ করুণায় ক্ষমা করবেন।

টীকা-৩৮৮. এমন প্রভাব প্রদান করলেন যে, যখন তিনি বনী ইস্রাঈলকে 'তাওবা' হিসাবে তাদের নিজেদেরকেই হত্যার নির্দেশ দিলেন তখন তারা তা

অমান্য করতে পারেনি; বরং তারা মেনেই নিয়েছিলো।

টীকা-৩৮৯. অর্থাৎ মৎস্য শিকার ইত্যাদি; যে সব কাজ ঐ দিন তোমাদের জন্য বৈধ নয়, (সে সব কাজ) করোনা! সূরা বাক্বারায় ঐসব নির্দেশ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

১৫৪. অতঃপর আমি তাদের ঊর্ধ্বে 'তূর' (পাহাড়)-কে উত্তোলন করেছিলাম তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নেয়ার জন্য; এবং তাদেরকে বলেছিলাম, 'প্রবেশদ্বার দিয়ে সাজদারত অবস্থায় প্রবেশ করো' এবং তাদেরকে বলেছিলাম, 'শনিবারে সীমা লংঘন করোনা' (৩৮৯); এবং তাদের নিকট থেকে আমি দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম (৩৯০)।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّ قُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِي السَّبْتِ وَ اَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿١٥٤﴾

১৫৫. তখন তাদের কেমন অঙ্গীকার-ভঙ্গের কারণেই আমি তাদের উপর অভিশম্পাত করেছি! এবং একারণেও যে, তারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করেছিলো (৩৯১); এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে শহীদ করতো (৩৯২); এবং তাদের এ উক্তির কারণেও- 'আমাদের হৃদয়ের উপর আচ্ছাদন রয়েছে (৩৯৩);' বরং আল্লাহ্ তাদের কুফরের কারণেই তাদের হৃদয়সমূহের উপর মোহর করে দিয়েছেন। সুতরাং ঈমান আন্‌বেনা, কিন্তু অল্প সংখ্যকই।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٥٥﴾

১৫৬. এবং এ কারণে যে, তারা কুফর করেছে (৩৯৪) এবং হযরত মার্‌য়ামের বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ রটনা করেছে;

وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ﴿١٥٦﴾

১৫৭. এবং তাদের এ উক্তির কারণে, 'আমরা আল্লাহর রসূল মার্‌য়াম-তনয় ঈসা মসীহ্‌কে শহীদ করেছি (৩৯৫)।' প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এটাই যে, তারা তাঁকে না হত্যা করেছে এবং না তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে; বরং তাদের জন্য তাঁরই সদৃশ একটা তৈরী করে দেয়া হয়েছিলো (৩৯৬); এবং সে সব লোক, যারা তাঁর সম্পর্কে মতভেদ করছে নিশ্চয় তারা তাঁর দিক থেকে সন্দেহের মধ্যে পড়ে রয়েছে (৩৯৭); তাদের এ সম্পর্কে কোন খবরই নেই (৩৯৮), কিন্তু এ ধারণারই অনুসরণ মাত্র (৩৯৯); এবং নিঃসন্দেহে এটা নিশ্চিত যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি (৪০০);

وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ﴿١٥٧﴾

১৫৮. বরং আল্লাহ্ তাঁকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন (৪০১) এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٥٨﴾

টীকা-৩৯০. যেন তাদেরকে যেসব কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেগুলোই করে এবং যেসব কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেগুলো থেকে বিরত থাকে। অতঃপর তারা এ অঙ্গীকারটা ভঙ্গ করেছে।

টীকা-৩৯১. যেগুলো নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর সত্যতার প্রমাণ বহন করতো; যেমন হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর মু'জিযাসমূহ।

টীকা-৩৯২. নবীগণকে শহীদ করা তো অন্যায়ই। কোন অবস্থাতেই তা ন্যায়সঙ্গত হতে পারেনা। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য এ যে, তাদের ধারণায়ও, তাদের এ অপকর্মের কোন অধিকার ছিলোনা।

টীকা-৩৯৩. সুতরাং কোন উপদেশ কার্যকর হতে পারেনা।

টীকা-৩৯৪. হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম-এর সাথেও

টীকা-৩৯৫. ইহুদীরা দাবী করেছিলো যে, তারা হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে হত্যা করেছে। আর খৃষ্টানরা তা সত্যায়ন করেছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা উভয় সম্প্রদায়ের দাবীকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করেন।

টীকা-৩৯৬. যাকে তারা হত্যা করেছিলো এবং এই ধারণা পোষণ করেছিলো যে, 'ইনি হযরত ঈসা'; অথচ তাদের এ ধারণা ভুল ছিলো।

টীকা-৩৯৭. এবং নিশ্চিত করে বলতে পারছেনা যে, সেই নিহত লোকটা কে? কেউ কেউ বলে যে, লোকটা হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)। কেউ কেউ বলতে থাকে, "মুখমণ্ডলতো হযরত ঈসার, কিন্তু শরীরতো হযরত ঈসার নয়। সুতরাং এ'তো হযরত ঈসা নয়।" তারা এই সংশয়ের মধ্যেই রয়েছে।

টীকা-৩৯৮. যা বাস্তব অবস্থা,

টীকা-৩৯৯. এবং কল্পনার ঘোড়া দৌঁড়ানো মাত্র;

টীকা-৪০০. তাদের হত্যা করার দাবী মিথ্যা;

টীকা-৪০১. সুস্থ অবস্থায় ও নিরাপদে, আসমানের দিকে। হাদীসসমূহে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। সূরা আল-ই-ইমরানে এ ঘটনার বিবরণ গত হয়েছে।

وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴿١٥٩﴾

১৫৯. কোন কিতাবী এমন নেই যে, তার মৃত্যুর পূর্বে তার উপর ঈমান আনবেনা (৪০২); এবং ক্বিয়ামত-দিবসে সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে (৪০৩)।

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿١٦٠﴾

১৬০. অতঃপর ইহুদীদের বড় যুলুম (৪০৪)-এর কারণে আমি ঐ কতেক পবিত্র বস্তু, যেগুলো তাদের জন্য হালাল ছিলো (৪০৫), তাদের উপর হারাম করে দিয়েছি; এবং এ কারণে যে, তারা অনেককে আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিয়েছে;

وَّأَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

১৬১. এবং এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করতো; অথচ তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো; এবং লোকের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে বসতো (৪০৬); এবং তাদের মধ্যে যারা কাফির হয়েছে, আমি তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ أُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ أَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٦٢﴾

১৬২. হাঁ, তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানের মধ্যে পরিপক্ক (৪০৭) এবং ঈমানদার, তারা ঈমান আনে সেটার উপর যা, হে মাহবূব! আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে (৪০৮) এবং নামায প্রতিষ্ঠাকারীগণ, যাকাত প্রদানকারীগণ এবং আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামতের উপর ঈমান আনয়নকারীগণ। এমন লোকদেরকে আমি অনতিবিলম্বে বড় সাওয়াব দান করবো।

রুকূ' – তেইশ

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ

১৬৩. নিঃসন্দেহে, হে মাহবূব! আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি, যেমন ওহী নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি প্রেরণ করেছি (৪০৯);

টীকা-৪০২. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কতেক অভিমত রয়েছেঃ

প্রথম অভিমত এই যে, ইহুদী ও খৃষ্টানগণ তাদের মৃত্যুকালে যখন আযাবের ফিরিশ্‌তা দেখতে পায় তখন তারা হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের উপর ঈমান নিয়ে আসে, যাঁর সাথে তারা কুফর করেছিলো; অথচ সেই মুহূর্তের ঈমান গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় অভিমত এই যে, ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) আসমান থেকে অবতরণ করবেন, তখন তৎকালীন সমস্ত কিতাবী তাঁর উপর ঈমান নিয়ে আসবে। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম 'মুহাম্মদী শরীয়ত' (দঃ) অনুযায়ী ফয়সালা দেবেন এবং সেই দ্বীনের ইমামগণের মধ্যে একজন ইমাম হিসেবেই থাকবেন। আর খৃষ্টান সম্প্রদায় তাঁর সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে রেখেছে সেগুলোর খণ্ডন করবেন। 'দ্বীন-ই-মুহাম্মদী' (দঃ)-এরই প্রচার করবেন। তখন ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে হয়ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে, নতুবা (তাদেরকে) কতল করে দেয়া হবে। 'জিয্‌য়া' গ্রহণ করার হুকুম হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম অবতরণ করার সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

তৃতীয় অভিমত এই যে, আয়াতের অর্থ হচ্ছে- প্রত্যেক কিতাবী আপন মৃত্যুর পূর্বে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান নিয়ে আসবে।

চতুর্থ অভিমত এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান নিয়ে আসবে; কিন্তু মৃত্যুকালের ঈমান গ্রহণযোগ্য ও ফলদায়ক হবেনা।

টীকা-৪০৩. অর্থাৎ হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম ইহুদীদের বিরুদ্ধে এ সাক্ষ্যই দেবেন যে, তারা তাঁকে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনার মুখ খুলেছে। আর খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে এ (সাক্ষ্য দেবেন) যে, তারা তাঁকে প্রতিপালক সাব্যস্ত করেছে এবং আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করেছে। তাছাড়া, কিতাবীদের মধ্যে যেসব লোক ঈমান এনেছে তাদের ঈমানের পক্ষেও তিনি সাক্ষ্য দেবেন।

টীকা-৪০৪. অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ইত্যাদি; যেগুলো উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

টীকা-৪০৫. যে গুলোর কথা 'সূরা আন্'আম'- এর আয়াত- وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا -এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-৪০৬. ঘুষ ইত্যাদির বিভিন্ন হারাম পন্থায়;

টীকা-৪০৭. যেমন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম এবং তাঁর সঙ্গীগণ, যাঁরা পরিপক্ক জ্ঞান, স্বচ্ছ বিবেক এবং পরিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি রাখতেন। তাঁরা স্বীয় জ্ঞান দ্বারা দ্বীন-ইস্‌লামের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেছেন এবং নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান এনেছেন।

টীকা-৪০৮. পূর্ববর্তী নবীগণের উপর

টীকা-৪০৯. শানে নুযূলঃ ইহুদী ও খৃষ্টানগণ হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ দাবী করেছিলো যে, তাদের জন্য আসমান থেকে একইবারে কিতাব নাযিল করা হোক, তবেই তারা তাঁর নবূয়তের উপর ঈমান আনবে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। আর তাদের বিরুদ্ধে এ যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে যে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম ব্যতীত আরো বহু সংখ্যক নবী রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে এগার

জনের সম্মানিত নাম এ আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। কিতাবী সম্প্রদায়তো তাঁদের সবার নবুয়তকে মান্য করে। ঐসব হযরতের মধ্যে কারো উপর একইবারে কিতাব নাযিল হয়নি। সুতরাং যখন এ কারণে তাঁদের নবুয়তকে মেনে নেয়ার মধ্যে কিতাবীদের কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হয়নি তখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবুয়তকে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে কি আপত্তি থাকতে পারে?

আর রসূলগণকে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সৃষ্টিকে পথ-প্রদর্শন, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ ও মা'রিফাতের শিক্ষা দেয়া, ঈমানের পরিপূর্ণতা বিধান করা এবং ইবাদতের পন্থা শিক্ষা দেয়া। বিভিন্ন পন্থায় কিতাব অবতীর্ণ হওয়ায় এ উদ্দেশ্য উত্তমরূপে হাসিল হয়। এতে অল্প অল্প করে অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম হতে থাকে। এ হিকমত না বুঝা, বরং এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্তাপন করা পূর্ণ নির্বুদ্ধিতারই শামিল।

টীকা-৪১০. ক্বোরআন শরীফের মধ্যে তাঁদের নাম-বনাম উল্লেখ করা হয়েছে

টীকা-৪১১. এবং এখনো পর্যন্ত তাঁদের নামসমূহের বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র ক্বোরআনের মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি।

এবং আমি ইব্রাহীম, ইস্মাঈল, ইসহাক্ব, য়া'কূব ও তাঁদের পুত্রগণ; এবং ঈসা, আইয়ূব, য়ূনুস, হারূন এবং সুলায়মানের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি; এবং আমি দাউদকে যাবূর দান করেছি।

১৬৪. এবং ঐ রসূলগণকে (প্রেরণ করেছি) যাদের উল্লেখ আমি আপনার নিকট পূর্বে করেছি (৪১০) এবং ঐসব রসূলকে যাদের উল্লেখ আপনার নিকট করিনি (৪১১)। আর আল্লাহ্ মূসার সাথে প্রকৃত অর্থে, কথা বলেছেন (৪১২)।

১৬৫. রসূলগণকে (প্রেরণ করেছি) সুসংবাদদাতা (৪১৩) ও সাবধানকারী করে (৪১৪), যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহ্‌র নিকট মানুষের কোন অভিযোগের অবকাশ না থাকে (৪১৫); এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১৬৬. কিন্তু, হে মাহবূব! আল্লাহ্ সেটারই সাক্ষী, যা তিনি আপনার প্রতি অবতারণ করেছেন। তিনি তা স্বীয় জ্ঞান থেকে অবতীর্ণ করেছেন; এবং ফিরিশ্‌তারাও সাক্ষী রয়েছে; এবং আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

১৬৭. সেসব লোক, যারা কুফর করেছে (৪১৬) এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা প্রদান করেছে (৪১৭) নিশ্চয় তারা দূরের পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছে।

১৬৮. নিশ্চয় যারা কুফর করেছে (৪১৮) এবং সীমা লংঘন করেছে (৪১৯) আল্লাহ্ কখনো তাদেরকে ক্ষমা করবেন না (৪২০); এবং না তাদেরকে কোন পথ দেখাবেন;

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَ
يَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ
وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا
دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿١٦٣﴾

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ
قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۭ
وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ﴿١٦٤﴾

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا
يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ
الرُّسُلِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٦٥﴾

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ
اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰۗئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۭ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿١٦٦﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿١٦٧﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ
اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿١٦٨﴾

টীকা-৪১২. সুতরাং যেভাবে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর সাথে সরাসরি আলাপ করা অন্যান্য নবীর নবুয়তের জন্য ক্ষতিকর নয় যাঁদের সাথে আলাপ করা হয়নি, অনুরূপভাবে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম -এর প্রতি কিতাব একইবারে নাযিল হওয়া অন্যান্য নবীর নবুয়তের জন্যও কোনরূপ ক্ষতিকর হতে পারেনা।

টীকা-৪১৩. সাওয়াবের; ঈমানদার-গণকে

টীকা-৪১৪. শাস্তির; কাফিরদেরকে,

টীকা-৪১৫. আর একথা বলার সুযোগ না থাকে যে, 'যদি আমাদের নিকট রসূল আস্‌তেন তবে আমরা অবশ্যই তাঁদের নির্দেশ মান্য করতাম এবং আল্লাহ্‌র অনুগত ও বাধ্য হতাম।'

এ আয়াত থেকে এ মাস্‌আলাটা জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা রসূলগণকে প্রেরণের পূর্বে সৃষ্টির উপর আযাব করেন না।

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

(অর্থাৎ- আমি শাস্তি প্রদানকারী নই, যতক্ষণ না রসূল প্রেরণ করি।)

আর এই মাস্‌আলাটাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র পরিচিতি শরীয়তের বিবরণ ও নবীগণের পবিত্র বাণী থেকেই অর্জিত হয়। নিছক বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা উক্ত লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভবপর নয়।

টীকা-৪১৬. বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়তকে অস্বীকার করে।

টীকা-৪১৭. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর না'ত (প্রশংসা) ও গুণাবলী গোপন করে এবং মানুষের অন্তরে সংশয়ের উদ্রেক করে। (এটা ইহুদীদের অবস্থা।)

টীকা-৪১৮. আল্লাহ্‌র সাথে

টীকা-৪১৯. আল্লাহ্‌র কিতাবের মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলী পরিবর্তন করে এবং তাঁর নবুয়তকে অস্বীকার করে,

টীকা-৪২০. যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কুফরের উপর অটল থাকে কিংবা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

টীকা-৪২১. নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম

টীকা-৪২২. এবং নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালতকে অস্বীকার করো, তবে তাতে তাঁর কোন ক্ষতি নেই এবং আল্লাহ্‌ও তোমাদের ঈমানের প্রতি লালায়িত নন।

টীকা-৪২৩. শানে নুযূলঃ এ আয়াত খৃষ্টানদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা কয়েকটা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। প্রত্যেকটা সম্প্রদায় হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম সম্পর্কে স্বতন্ত্র কুফরী আক্বীদা পোষণ করতোঃ-

নাস্তূরী সম্প্রদায় তাঁকে 'আল্লাহ্‌র পুত্র' বলতো।

মারকূসী সম্প্রদায় বলে যে, তিনি তিন খোদার মধ্যে তৃতীয়।

এ উক্তির ব্যাখ্যার মধ্যেও মতভেদ ছিলো। কেউ কেউ 'তিনটা সত্তা' মানতো। যথা- (১) পিতা, (২) পুত্র এবং (৩) 'রূহুল কুদ্স' (পবিত্রাত্মা)। 'পিতা' দ্বারা বুঝাতো 'যাত' (সত্তা), 'পুত্র' দ্বারা বুঝাতো 'হযরত ঈসা' এবং রূহুল কুদ্স' দ্বারা বুঝাতো- 'তাঁর মধ্যে অনুপ্রবেশকারী জীবন'। সুতরাং তাদের মতে, 'ইলাহ' তিনজন ছিলো এবং তাতে তিনজনকেই 'এক' বলতো তারা 'ত্রিত্ববাদের মধ্যে একত্ববাদ' কিংবা 'একত্ববাদের মধ্যে ত্রিত্ববাদ'- এর চক্রের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিলো। কেউ কেউ বলে বেড়াতো যে, হযরত ঈসার মধ্যে মনুষ্যত্ব ও খোদাত্বের সমাবেশ ঘটেছে। মায়ের দিক থেকে তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্ব এসেছে, পিতার দিক থেকে এসেছে খোদাত্ব। (আল্লাহ্ পাক তাদের এসব উক্তির বহু উর্ধ্বে।)

খৃষ্টানদের মধ্যে এ দলাদলি একজন ইহুদীই সৃষ্টি করেছিলো। তার নাম ছিল 'বুলেস'। সে খৃষ্টানদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য এ ধরণের আক্বীদা শিক্ষা দিয়েছিলো। এ আয়াতের মধ্যে কিতাবীদেরকে হিদায়ত করা হয় যেন তারা হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াসসালাম সম্পর্কে 'সীমাহীন মানবৃদ্ধি' ও 'মানহানি' (افراط وتفريط) থেকে বিরত থাকে; খোদা এবং খোদার পুত্রও যেন না বলে এবং তাঁর সম্পর্কে মানহানিজনক মন্তব্যও যেন না করে।

টীকা-৪২৪. আল্লাহ্‌র অংশীদার এবং পুত্রও কাউকে সাব্যস্ত করোনা; 'অনুপ্রবেশ' ও 'একতা'-এর দোষও আরোপ করোনা; বরং এ সত্য আক্বীদার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো যে,

টীকা-৪২৫. হন; এবং সেই সম্মানিত ব্যক্তিত্বের জন্য এটা ছাড়া অন্য কোন বংশ-পরিচয় নেই।

টীকা-৪২৬. অর্থাৎ 'কুন্' (হয়ে যাও!) বলেছিলেন এবং তিনি পিতা ব্যতীত এবং বীর্যের মাধ্যম ছাড়াই শুধু আল্লাহ্‌র নির্দেশেই সৃষ্ট হয়ে যান।

টীকা-৪২৭. এবং সত্যায়ন করো যে, আল্লাহ্ এক। পুত্র ও সন্তান-সন্ততি থেকে পবিত্র এবং তাঁর রসূলগণের সত্যায়ন করো; আর একথারও যে, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামও রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত;

টীকা-৪২৮. যেমন খৃষ্টানদের আক্বীদা। এটা নিছক কুফরই।

টীকা-৪২৯. কেউ তাঁর অংশীদার নয়।

টীকা-৪৩০. এবং তিনি সব কিছুর মালিক। আর যিনি মালিক হন তিনি পিতা হতে পারেননা।

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾

১৬৯. কিন্তু জাহান্নামের পথ। সেখানে তারা সদা-সর্বদা থাকবে এবং এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾

১৭০. হে মানবজাতি! তোমাদের নিকট এ রসূল (৪২১) সত্য সহকারে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে শুভাগমন করেছেন; সুতরাং ঈমান আনো তোমাদের কল্যাণার্থে; এবং তোমরা যদি কুফর করো (৪২২), তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌রই যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে; এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

১৭১. হে কিতাবীগণ, স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করোনা (৪২৩) এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে বলোনা, কিন্তু সত্যকথা (৪২৪)। মসীহ ঈসা, মারয়াম-তনয় (৪২৫) আল্লাহ্‌র রসূলই এবং তাঁর একটা 'কলেমা' (৪২৬), যা তিনি মারয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁরই নিকট থেকে একটা 'রূহ'। সুতরাং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান আনো (৪২৭); এবং 'তিন' বলোনা (৪২৮); বিরত থাকো স্বীয় কল্যাণার্থে। আল্লাহ্‌তো একমাত্র খোদা (৪২৯)। পবিত্রতা তাঁরই এ থেকে যে, 'তাঁর কোন সন্তান থাকবে;' তাঁরই সম্পদ যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে (৪৩০) আর আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট কর্মবিধানে।

রুকূ' – চব্বিশ

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿۱۷۲﴾

১৭২. মসীহ 'আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়া'কে বিন্দুমাত্র ঘৃণা করেনা (৪৩১) এবং না ঘনিষ্ট ফিরিশ্‌তাগণ; এবং যে আল্লাহ্‌র 'বান্দা হওয়া'কে ঘৃণা করে ও অহংকার করে, তবে অনতিবিলম্বে তিনি তাদের সবাইকে নিজের দিকে একত্র করবেন (৪৩২)।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۷۳﴾

১৭৩. সুতরাং সেসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং ভালকাজ করেছে তিনি তাদের কর্মের প্রতিদান তাদেরকে পূর্ণরূপে প্রদান করবেন এবং নিজ করুণায় তাদেরকে আরো বেশী দেবেন; আর সেসব লোক, যারা (৪৩৩) ঘৃণা ও অহংকার করেছিলো তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন;

وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۱۷۴﴾

১৭৪. এবং আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের জন্য না কোন অভিভাবক পাবে, না সহায়ক।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿۱۷۵﴾

১৭৫. হে মানবকুল, নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে (৪৩৪) এবং আমি তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল আলো অবতীর্ণ করেছি (৪৩৫)।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿۱۷۶﴾

১৭৬. সুতরাং সেসব লোক, যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরেছে, অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করবেন (৪৩৬) এবং তাদেরকে তাঁর দিকে সরল পথ দেখাবেন।

يَسْتَفْتُوْنَكَ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ؕ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ

১৭৭. হে মাহবূব! আপনার নিকট 'ফতোয়া' জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলে দিন! 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে পিতা ও সন্তানবিহীন ব্যক্তি (৪৩৭) সম্বন্ধে 'ফতোয়া' দিচ্ছেন- যদি এমন কোন পুরুষ লোকান্তর হয়, যে নিঃসন্তান হয় (৪৩৮)

টীকা-৪৩১. শানে নুযূলঃ 'নাজরান'-এর খৃষ্টানদের একটা প্রতিনিধি দল বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হাযির হলো। তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললো, "আপনি ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর প্রতি এ দোষারোপ করেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা।" হুযূর (দঃ) এরশাদ করলেন, "হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর জন্য এটা কোন লজ্জার কথা নয়।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-৪৩২. অর্থাৎ পরকালে এই অহংকারের শাস্তি দেবেন।

টীকা-৪৩৩. আল্লাহ্‌র ইবাদত করাকে

টীকা-৪৩৪. 'সুস্পষ্ট প্রমাণ' মানে 'বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সত্তা', যাঁর সত্যতার পক্ষে তাঁর মু'যিজাসমূহ সাক্ষ্য বহন করে এবং অস্বীকারকারীদের বুদ্ধি-বিবেককেও হতভম্ব করে দেয়।

টীকা-৪৩৫. অর্থাৎ পবিত্র ক্বোরআন।

টীকা-৪৩৬. এবং জান্নাত ও উচ্চ মর্যাদাসমূহ দান করবেন।

টীকা-৪৩৭. كَلَالَة (কালালাহ্) ঐ ব্যক্তিকে বলে, যে নিজের মৃত্যুর পর না পিতা রেখে যায়, না সন্তান-সন্ততি।

টীকা-৪৩৮. শানে নুযূলঃ হযরত জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি অসুস্থ ছিলেন। তখন রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত সিদ্দীক্বে আকবর রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুকে সাথে নিয়ে তাঁকে দেখ্‌তে আসলেন। তখন হযরত জাবির বেহুঁশ ছিলেন। হুযূর অযূ করে অযূর অবশিষ্ট পানি তাঁর উপর ঢেলে দিলেন। তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন। চোখ খুল্‌তেই দেখতে পেলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন। তিনি আরয করলেন, "এয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার সম্পত্তি কিভাবে বন্টন করবো?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। (বোখারী ও মুসলিম শরীফ)

আবূ দাঊদ শরীফের বর্ণনায় এটাও এসেছে যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুকে বললেন, "হে জাবির! আমার জ্ঞানে, তোমার মৃত্যু এ রোগ দ্বারা হবেনা।" এ হাদীস শরীফ থেকে নিম্নলিখিত কতিপয় মাস্‌আলা প্রতীয়মান হয়ঃ-

মাস্‌আলাঃ বুযর্গ ব্যক্তিবর্গের অযূর অবশিষ্ট পানি বরকতময়। আর তা আরোগ্যলাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সুন্নাত।

মাস্‌আলাঃ অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখাশুনা করা সুন্নাত।

মাস্‌আলাঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলা 'অদৃশ্যের জ্ঞান' দান করেছেন। এ কারণে হুযূর-এর জানা ছিলো যে, হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু)-এর মৃত্যু ঐ রোগে হবেনা।

টীকা-৪৩৯. যদি সেই বোন সহোদরা অথবা বৈমাত্রেয়া হয়ে থাকে।

টীকা-৪৪০. অর্থাৎ যদি বোন নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং তার ভাই জীবিত থাকে, তবে উক্ত ভাই তার পরিত্যক্ত সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। ★

****

টীকা-১. 'সূরা মা-ইদাহ্' মদীনা তৈয়্যবায় অবতীর্ণ হয়েছে, নিম্নলিখিত আয়াত ব্যতীত–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ الاٰية

[অর্থাৎঃ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণতা দান করলাম (আল্- আয়াত)।]

এ আয়াতটি বিদায় হজ্বে 'আরফাহ্ দিবস'-এ নাযিল হয়েছে।

বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভাষণে এটা পাঠ করেছিলেন। এ'তে রয়েছে ১২০ খানা আয়াত ও ১২,৪৬৪ টা বর্ণ।

টীকা-২. عقود (অঙ্গীকারসমূহ)-এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকদের কতিপয় অভিমত রয়েছে। ইবনে জরীর বলেছেন, "এতে কিতাবীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তখন অর্থ এ দাঁড়ায়- হে কিতাবী সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ঈমান এনেছো! আমি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান আনা ও তাঁর আনুগত্য করা সম্পর্কে তোমাদের নিকট থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছি তা তোমরা পূরণ করো।" কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- "এতে মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে স্বীয় অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেছেন, "এসব অঙ্গীকার দ্বারা বুঝায়- 'ঈমান' এবং ঐসব অঙ্গীকার যেগুলো হারাম ও হালাল সম্পর্কে ক্বোরআনে পাকে নেয়া হয়েছে।" কোন কোন মুফাস্‌সিরের অভিমত হচ্ছে- "এ অঙ্গীকার মানে- মু'মিনদের পরস্পরের চুক্তি ও অঙ্গীকারসমূহ।"

টীকা-৩. অর্থাৎ শরীয়তের মধ্যে যেগুলো হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলো ব্যতীত অন্য সব জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।

وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٧٦﴾

এবং তার এক বোন থাকে, তবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে তার বোনের জন্য অর্দ্ধাংশ (৪৩৯); এবং পুরুষ তার বোনের উত্তরাধিকারী হবে যদি বোনের সন্তান না থাকে (৪৪০)। অতঃপর, যদি দু'বোন থাকে তবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে তাদের জন্য দু'তৃতীয়াংশ। আর যদি ভাই-বোন উভয়ই থাকে- পুরুষও, নারীও, তবে পুরুষের অংশ দু' নারীর সমান। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন, যাতে কিছুতেই তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে অবহিত। ★

সূরা মা-ইদাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা মা-ইদাহ্ মাদানী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১২০ রুকু'-১৬

রুকু' – এক

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۚ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

১. হে ঈমানদারগণ! স্বীয় অঙ্গীকার পূরণ করো (২)। তোমাদের জন্য হালাল হলো বাকশক্তিহীন চতুষ্পদ জন্তু, কিন্তু (হালাল নয়) ঐসব (জন্তু), যে গুলোর কথা সামনে শুনানো হবে তোমাদেরকে (৩), তবে শিকার হালাল মনে করোনা যখন তোমরা ইহ্‌রামের মধ্যে থাকো (৪)। নিশ্চয় আল্লাহ্ আদেশ করেন যা চান।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ

২. হে ঈমানদারগণ! হালাল সাব্যস্ত করোনা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে (৫),

টীকা-৪. মাস্‌আলাঃ স্থলভাগের শিকার ইহ্‌রামের মধ্যে থাকা অবস্থায় হারাম। সামুদ্রিক শিকার জায়েয আছে। যেমন, এ সূরার শেষভাগে এর বর্ণনা এসেছে।

টীকা-৫. তাঁরই দ্বীনের নিদর্শনসমূহকে। অর্থ এইযে, যেসব বস্তু আল্লাহ্ তা'আলা 'ফরয' করেছেন এবং যা কিছু নিষিদ্ধ করেছেন, সবকিছুর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখো।

★ 'সূরা নিসা' সমাপ্ত।

টীকা-৬. হজ্বের মাসসমূহকে, যেসব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ অন্ধকার যুগেও নিষিদ্ধ ছিলো। আর ইস্লামেও এ নিষেধ বলবৎ রয়েছে।

টীকা-৭. ঐসব ক্বোরবানীকে।

টীকা-৮. আরবের লোকেরা হেরম শরীফের বৃক্ষাদির ছাল ইত্যাদি দ্বারা 'হার স্বরূপ' তৈরী করে ক্বোরবানীর পশুর গলায় পরিয়ে দিতো, যাতে দর্শকগণ বুঝতে পারে যে, এগুলো হেরম শরীফের দিকে প্রেরিত ক্বোরবানীর পশু। সে গুলোর প্রতি যেন কেউ অন্যায় আচরণ না করে।

টীকা-৯. হজ্ব ও ওমরাহ্ পালন করার উদ্দেশ্যে,

শানে নুযূলঃ শোরায়হ্ ইব্‌নে হিন্দ একজন কুখ্যাত হতভাগা লোক ছিলো। সে মদীনা তৈয়্যেবায় এসেছিলো। অতঃপর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করতে লাগলো, "আপনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে কিসের প্রতি দাওয়াত দিয়ে থাকেন?" এরশাদ করলেন, "স্বীয় প্রতিপালকের উপর ঈমান আনার, আমার রিসালতের সত্যায়ন করার, নামায কায়েম করার এবং যাকাত আদায় করার প্রতি।" লোকটা বলতে লাগলো, 'অতি উত্তম আহবান! আমার নেতাদের রায় নিয়ে আমিও ইস্লাম গ্রহণ করবো।" অতঃপর সে চলে গেলো। হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেই লোকটা আসার পূর্বেই আপন সাহাবীদেরকে পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন, "রাবি'আহ্' গোত্রের একজন লোক আস্‌ছে, যে শয়তানী ভাষায় কথা বলবে।" লোকটা যখন চলে গেলো তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, "কাফিরের চেহারা নিয়ে এসেছে, বিদ্রোহী ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারীরূপে পৃষ্ঠ ফিরিয়ে চলে গেছে। এ লোকটা ইস্লাম গ্রহণকারী নয়।" সুতরাং দেখা গেলো যে, সে বিদ্রোহ করেছে। মদীনা শরীফ থেকে চলে যাবার পথে সেখানকার পশু ও মালামাল নিয়ে গেছে।

না সম্মানিত মাসকে (৬), না হেরমের প্রতি প্রেরিত ক্বোরবানীর পশুকে, না এমন পশুকেও (৭), যেগুলোর গলায় চিহ্নসমূহ ঝুলানো হয়েছে (৮), এবং না সেসব লোকের সম্পদ ও মান-ইজ্জতকে, যারা সম্মানিত ঘরের উদ্দেশ্যে এসেছে (৯), স্বীয় প্রতিপালকের দয়া ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়। যখন তোমরা ইহ্‌রামমুক্ত হবে তখন শিকার করতে পারো (১০)। তোমাদেরকে কোন গোত্রের এ শত্রুতা যে, 'তোমাদেরকে তারা 'মসজিদে হারাম'-এ প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিলো' যেন সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে (১১) এবং সৎ ও খোদাভীরুতার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করো আর পাপ ও সীমা লংঘনে একে অন্যের সাহায্য করোনা (১২) এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠোর।

৩. তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে (১৩)

وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۘ
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ
الْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٢

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ

পরবর্তী বছর সে 'ইয়ামামা'-এর হাজীদের সাথে প্রচুর মালামাল এবং হজ্বের চিহ্ন পরানো ক্বোরবানীর বহু পশু সাথে নিয়ে হজ্বের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবীদের সাথে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সাহাবীগণ শোরায়হ্‌কে দেখতে পেলেন এবং তার নিকট থেকে পশু ফেরত নিতে চাইলেন। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। আর নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে এরূপ অবস্থায় থাকবে তার সাথে অশোভন আচরণ করা উচিত নয়।

টীকা-১০. এটা 'মুবাহ্' বা অনুমতির বিবরণ। অর্থাৎ ইহ্‌রাম খুলে ফেলার পর শিকার করা 'মুবাহ্' হয়ে যায়।

টীকা-১১. অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণকে 'হুদায়বিয়া দিবসে' ওমরাহ্ পালনে বাধা দিয়েছিলো। তোমরা তাদের এ গোঁড়ামীপূর্ণ কাজের প্রতিশোধ নিওনা।

টীকা-১২. কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, "যা আদেশ করা হয়েছে তা পালন করাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'বির্‌র' (بِرٌّ) বলা হয় এবং যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা পরিহার করাকে ' تقوىٰ ' (তাক্বওয়া বা খোদাভীতি) বলা হয়। আর যা আদেশ করা হয়েছে তা পালন না করাকে বলা হয় ' اثم ' (পাপ) এবং যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা সম্পন্ন করার অপর নাম ' عُدْوَانٌ ' (সীমা লংঘন)।

টীকা-১৩. আয়াত– (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ)-এর মধ্যে যেসব জন্তুর কথা পৃথক করে বলা হয়েছিলো এখানে সেগুলোর বর্ণনা করা হয়েছে এবং এগারটা বস্তু 'হারাম হওয়া' সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। যথাঃ ১) 'মৃত', অর্থাৎ যেসব জন্তুর জন্য শরীয়তে যবেহ করার হুকুম রয়েছে সেগুলো যদি যবেহ্ ব্যতীত মারা যায়, ২) প্রবহমান রক্ত, ৩) শূকরের মাংস ও সেটার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ৪) ঐ জন্তু, যা যবেহ করার সময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে। যেমন, অন্ধকার যুগের লোকেরা মূর্তির নামে যবেহ করতো। অবশ্য যে জন্তুকে যবেহতো শুধু আল্লাহ্‌র নামে করা হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য সময়ে সেটা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো দিকে সম্পৃক্ত হতো, তা হারাম নয়। যেমন- আবদুল্লাহ্‌র গরু, আক্বীক্বার ছাগল, ওলীমার পশু; কিংবা ঐসব জন্তু, যেগুলো দ্বারা আউলিয়া কেরামের রূহের প্রতি সাওয়াব পৌঁছানো লক্ষ্য হয়, সেগুলোকে যবেহ করার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে যদি আউলিয়া কেরামের নামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়; কিন্তু সেগুলোর যবেহ্ শুধু আল্লাহ্‌র নামের উপর করা হয়, তখন অন্য কারো নাম না নেয়া হয়, তবে সেগুলো হালাল ও পবিত্র। এ আয়াতের মধ্যে শুধু ঐসব পশুই হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যেগুলো যবেহ করার সময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে।

ওহাবী সম্প্রদায়, যারা এখানে 'যবেহ'-এর শর্তারোপ করেনা, তারা আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা দেয়। তাদের অভিমত সমস্ত নির্ভরযোগ্য তাফসীরগ্রন্থের পরিপন্থী। স্বয়ং আয়াতও তাদের উক্ত ব্যাখ্যাকে সমর্থন করেনা। কেননা, مَا أُهِلَّ بِهٖ বাক্যটা যদি যবেহের সময়ের সাথে সংযুক্ত করা না হয়, তবে - إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ এ পৃথকীকরণের বাক্যটার হুকুম এটার (مَا أُهِلَّ بِهٖ) মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে এবং (এ অর্থ দাঁড়াবে-) সেসব জন্তু, যেগুলো যবেহের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, সেগুলোও إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ (কিন্তু যা তোমরা যবেহ করেছো) দ্বারা হালাল হয়ে যাবে। মোট কথা, ওহাবীদের জন্য, এ আয়াত থেকে দলীল দেয়ার কোন উপায় নেই, ৫) গলা চেপে শ্বাসরুদ্ধ করে মারা জন্তু, ৬) ঐ জন্তু যাকে লাঠি, পাথর, ঢিল, গুলি, ধারালো নয় এমন বস্তু দ্বারা মারা হয়েছে, ৭) যা উপর থেকে পড়ে মারা গেছে, চাই পাহাড় থেকে পড়ে হোক কিংবা কূপ ইত্যাদির মধ্যে পড়ে হোক, ৮) ঐ জন্তু যাকে অন্য পশু শিং মেরেছে এবং সেটার আঘাতে মারা গেছে; ৯) ঐ জন্তু যার কিছুটা কোন হিংস্র জন্তু খেয়েছে এবং সেটা এর যন্ত্রণায় মারা গেছে; কিন্তু যদি ঐ পশু মারা না যায় এবং এমনটি ঘটার পরও জীবিত থেকে যায়, তারপর তোমরা সেটাকে নিয়ম মোতাবেক যবেহ করো, তবে সেটা হালাল। ১০) যে পশুকে মূর্তি পূজার বেদীর উপর পূজার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হয়েছে, যেমন- অন্ধকার যুগের লোকেরা কা'বা শরীফের আশেপাশে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করেছিলো। তারা সেগুলোর উপাসনা করতো এবং সেগুলোর জন্য যবেহ্ করতো। আর এ যবেহ্ দ্বারা তারা সেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও নৈকট্যলাভের নিয়ত করতো এবং ১১) ভাগ ও নির্দেশ জেনে নেয়ার জন্য জুয়ার তীর নিক্ষেপ করা। অন্ধকার যুগের লোকেরা যখন ভ্রমণ, যুদ্ধ, ব্যবসা কিংবা বিবাহ ইত্যাদি কাজের সম্মুখীন হতো, তখন তারা তিনটা তীর দ্বারা ভাগ নির্ণয় কিংবা নির্দেশ জেনে নিতো এবং যা বের হতো সেটা অনুযায়ী কাজ করতো। আর সেটাকে তারা খোদার নির্দেশ মনে করতো। এসব কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

টীকা-১৪. এ আয়াত বিদায় হজ্জের মধ্যে 'আরফাহ্ দিবসে', যা জুমু'আর দিন ছিলো, আসরের নামাযের পর অবতীর্ণ হয়েছে। এর অর্থ এ যে, কাফিরগণ তোমাদের দ্বীনের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিরাশ হয়ে গেছে।

টীকা-১৫. এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশিত কর্মসমূহের মধ্যে হারাম ও হালালের যেসব বিধান রয়েছে সেগুলো এবং 'ক্বিয়াস' ★-এর বিধান- সবকিছু পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছি। এ কারণেই এ আয়াত শরীফ নাযিল হবার পর 'হারাম' কিংবা 'হালাল'-এর কোন আয়াত নাযিল হয়নি; যদিও وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّٰهِ নাযিল হয়েছে, কিন্তু সেই আয়াতটা উপদেশ ও নসীহতের।

কোন কোন তাফসীরকারের অভিমত হচ্ছে- 'দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করা'র অর্থ- 'ইসলামকে বিজয়ী করা'। যার প্রতিক্রিয়া এই হয়েছে যে, বিদায় হজ্জের মধ্যে যখন এ আয়াত নাযিল হলো তখন কোন 'মুশরিক', মুসলমানদের সাথে হজ্জের মধ্যে অংশগ্রহণ করতে পারেনি।

মড়া, রক্ত, শূকরের মাংস, ঐ পশু যা যবেহ করার সময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম উচ্চারণ করা হয়েছে, ঐ জন্তু যা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা পড়েছে, ঐ পশু যাকে ধারাল নয় এমন বস্তু দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে, যা উপর থেকে পড়ে মারা গেছে, যেই পশুকে অন্য পশু শিং দ্বারা আঘাত করে হত্যা করেছে, যেটাকে অন্য কোন হিংস্র পশু খেয়ে ফেলেছে, তবে যেগুলোকে তোমরা যবেহ্ করে নিয়েছো, যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয়েছে এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ নির্ণয় করা। এটা পাপ কাজ। আজ কাফিরগণ তোমাদের দ্বীনের দিক থেকে হতাশ হয়ে গেছে (১৪); সুতরাং তাদেরকে ভয় করোনা এবং আমাকেই ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম (১৫)

الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَ
لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ
بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذٰلِكُمْ
فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ

অপর এক অভিমত হচ্ছে- এর অর্থ এই যে, 'আমি তোমাদেরকে শত্রু থেকে নিরাপত্তা দান করেছি।'

অন্য এক অভিমত এই যে, 'দ্বীনের পূর্ণাঙ্গতা' হচ্ছে – তা পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহের ন্যায় রহিত (منسوخ) হবেনা এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

শানে নুযূলঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নিকট একজন ইহুদী আসলো এবং সে বললো, "হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কিতাবে একটা আয়াত আছে। সেটা যদি আমাদের ইহুদী সম্প্রদায়ের উপর নাযিল হতো তবে আমরা অবতরণের দিনটাকে 'ঈদের দিন' হিসাবে উদ্‌যাপন করতাম।" তিনি বললেন, "কোন্ আয়াত সেটা?" সে اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ আয়াতখানা তেলাওয়াত করলো। তিনি বললেন, "আমি সেই দিন সম্পর্কে অবহিত আছি, যে দিন আয়াত শরীফটি নাযিল হয়েছিলো। আমি নাযিল হবার স্থানটিও চিনি। সেটা হচ্ছে আ'রাফাতের ময়দান। দিন ছিলো জুমু'আহ্।" এ উক্তিতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, 'আমাদের জন্যও উক্ত দিনটি ঈদের দিন।'

তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তাঁকেও একজন ইহুদী অনুরূপই বলেছিলো। তিনি বলেছিলেন, "যেদিন এটা অবতীর্ণ হয়েছিলো সেদিন দু'টি ঈদ ছিলো– 'জুমু'আহ্' এবং 'আরফাহ্'।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, ধর্মীয় সাফল্যের কোন দিনকে খুশীর দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করা জায়েয্ এবং সাহাবা কেরাম থেকেই এটা প্রমাণিত।

★ 'ক্বিয়াস' ইসলামের চতুর্থ দলীল। ক্বোরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা'র উপর ভিত্তি করে যে হুকুম দেয়া হয় তাকেই 'ক্বিয়াস' বলে।

নতুবা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা পরিষ্কার ভাষায় বলে দিতেন, "যেদিন কোন খুশীর ঘটনা সংঘটিত হয় সেটার স্মৃতি প্রতিষ্ঠা করা এবং সেদিনকে ঈদ হিসাবে উদ্‌যাপন করাকে আমরা 'বিদ্'আত' মনে করি।" এ থেকে বুঝা গেলো যে, 'ঈদে মীলাদুন্নবী' (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর খুশী উদ্‌যাপন করা জায়েয। কেননা, সেটাতো আল্লাহ্‌র নি'মাতসমূহের মধ্যে 'সর্ব-বৃহৎ নি'মাত'-এরই স্মৃতিচারণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নামান্তর।

টীকা-১৬. মক্কা মুকার্‌রামাহ্ বিজয় করে

টীকা-১৭. অর্থাৎ এটা ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণযোগ্য নয়।

টীকা-১৮. এর অর্থ হচ্ছে এ যে, উপরে হারাম বস্তুসমূহের বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু যখন পানাহারের জন্য কোন হালাল বস্তু পাওয়া না যায় আর ক্ষুধা-পিপাসার তীব্রতায় জান বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় সে-ই মুহূর্তে প্রাণরক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানাহারের অনুমতি রয়েছে। তাও এভাবে যে, গুনাহ্‌র দিকে ধাবিত হবে না। অর্থাৎ প্রয়োজনের চেয়ে অধিক খাবেনা। আর 'প্রয়োজন' এ পরিমাণ আহার দ্বারা মিটে যায়, যা দ্বারা জান রক্ষার আশংকা দূরীভূত হয়।

টীকা-১৯. যে গুলো 'হারাম হওয়া' সম্পর্কে ক্বোরআন, হাদীস, ইজমা' এবং ক্বিয়াসে কোন প্রমাণ নেই। এক অভিমত এটাও আছে যে, 'طَيِّبَات' (পবিত্র বস্তুসমূহ) বলতে সেসব বস্তু বুঝায়, যেগুলোকে আরবের লোকেরা এবং সুস্থ বিবেক সম্পন্ন লোকেরা (سليم الطبع) পছন্দ করে। আর 'خبيث' (অপবিত্র) বলতে সেসব বস্তুকেই বুঝায়, যেগুলোকে সুস্থ বিবেক সম্পন্ন লোকেরা (سليم الطبع) ঘৃণা করে।

এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম (১৬) আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন মনোনীত করলাম (১৭)। সুতরাং যে ব্যক্তি ক্ষুধা-পিপাসার তীব্রতায় বাধ্য হয়, এভাবে যে, পাপের দিকে ধাবিত হয়না (১৮), তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ③

৪. হে মাহবূব! আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে যে, তাদের জন্য কী হালাল করা হয়েছে। আপনি বলে দিন, 'তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে পবিত্র বস্তুসমূহ (১৯); এবং যে শিকারী জন্তুকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছো (২০) সেগুলোকে শিকারের দিকে ধাবিত করে, যে জ্ঞান তোমাদেরকে আল্লাহ্ শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে সেগুলোকে শিক্ষা দিয়ে। সুতরাং তোমরা আহার করো তা থেকেই যা সেগুলো মেরে তোমাদের জন্য রেখে দেয় (২১), এবং সেটার উপর আল্লাহ্‌র নাম লও (২২) এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয় হিসাব করতে আল্লাহ্‌র বেশী সময় লাগেনা।

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ④

মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, কোন বস্তুর উপর 'হারাম হওয়া'-এর কোন প্রমাণ না থাকাও সেটা হালাল হবার জন্য যথেষ্ট।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আদী বিন্ হাতিম এবং যায়দ বিন্ মুহল্‌হালের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁর নাম রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'যায়দ-আল্-খায়র' (শুভ-যায়দ) রেখেছিলেন। এ দু'জন সাহাবী আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা কুকুর এবং বাজ পাখী দিয়ে শিকার করি। এটা কি আমাদের জন্য হালাল হবে?" এর উত্তরে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-২০. তা পশুজাতি থেকে হোক, যেমন- কুকুর, চিতা বাঘ; অথবা শিকারী পক্ষীসমূহ থেকে হোক, যেমন- শেক্‌রা, বাজ, শাহীন ইত্যাদি। যখন সেগুলোকে এভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যে, যেটা শিকার করবে সেটা থেকে খাবেনা, আর শিকারী যখন সেটাকে ছেড়ে দেবে তখন শিকারের দিকে ছুটে যাবে; আবার যখনই ডাকবে তখন ফিরে এসে যাবে। এমন শিকারী জন্তুকে 'প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত' (مُعَلَّم) বলা হয়।

টীকা-২১. এবং নিজে তা থেকে ভক্ষণ করেনা,

টীকা-২২. আয়াত থেকে যা বুঝা যায় তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি কুকুর অথবা শেক্‌রা ইত্যাদি কোন শিকারী প্রাণীকে শিকারের দিকে ছেড়ে দিলো তখন সেটার শিকার কতিপয় শর্তের ভিত্তিতে হালাল হয়। যথা-

১) শিকারী প্রাণীটা যদি মুসলমানের হয় এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়,

২) সেটা যদি শিকারকৃত প্রাণীকে জখম করে মারে,

৩) শিকারী জন্তুকে যদি 'বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলে ছেড়ে দিয়ে থাকে এবং,

৪) যদি শিকারীর নিকট শিকার জীবিতাবস্থায় পৌঁছে অতঃপর সেটাকে 'বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলে যবেহ করা হয়।

যদি এসব শর্ত থেকে কোন একটা শর্ত পাওয়া না যায় তবে হালাল হবেনা। উদাহরণস্বরূপ, যদি শিকারী জন্তু প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত না হয়, কিংবা সেটা জখম

না করে থাকে, অথবা শিকারের দিকে ছেড়ে দেয়ার সময় 'বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবর' পড়েনি অথবা শিকার জীবিতাবস্থায় পৌঁছে থাকে আর সেটাকে যবেহ করেনি, অথবা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী জন্তুর সাথে অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন জন্তু শিকারের মধ্যে শরীক হয়ে যায় অথবা এমন কোন শিকারী জন্তু শরীক হয়েছে যাকে ছেড়ে দেয়ার সময় 'বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবর' পড়া হয়নি অথবা সেই শিকারী জন্তুটি কোন অগ্নি-পূজারী বা কাফিরের হয়, এসব ক'টি অবস্থায় শিকারকৃত প্রাণী হারাম হবে।

মাস্‌আলাঃ তীর দ্বারা শিকার করার হুকুমও অনুরূপ। যদি 'বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলে তীর নিক্ষেপ করে এবং তাতে শিকার যখমপ্রাপ্ত হয়ে প্রাণ হারায়, তবে তা হালাল হবে। আর যদি মারা না যায়, তবে পুনরায় সেটাকে 'বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলে যবেহ করবে। যদি সেটার উপর 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়া না হয়, অথবা তীরের যখম সেটার গায়ে না লাগে অথবা জীবিতাবস্থায় পাবার পর সেটাকে যবেহ না করে, এসব ক'টি অবস্থায়ও সেটা হারাম হবে।

টীকা-২৩. অর্থাৎ তাদের যবেহকৃত প্রাণী।

৫. আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হলো এবং কিতাবীদের খাদ্যদ্রব্য (২৩) তোমাদের জন্য হালাল। আর তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ। এবং সচ্চরিত্রবতী মুসলিম নারীগণ (২৪) ও সচ্চরিত্রবতী নারীগণ ওদেরই থেকে, যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে- যখন তোমরা তাদেরকে তাদের মহর প্রদান করবে, বিবাহ বন্ধনে আনার জন্য (২৫), ব্যভিচারের জন্য নয় এবং উপপত্নী বানানোর জন্যও নয় (২৬)। এবং যে ব্যক্তি মুসলমান থেকে কাফির হয় তার কী রইলো? সবই বিনষ্ট হয়ে গেলে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত (২৭)।

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۪
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫ وَالْمُحْصَنٰتُ
مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ
اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ
غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْۤ اَخْدَانٍ ؕ
وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۫
ع وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝٥

রুকু' - দুই

৬. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াতে চাও (২৮) তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ধৌত করো এবং কনুই পর্যন্ত হাতও (২৯); এবং মাথা মসেহ করো (৩০); এবং পায়ের গিঁঠ পর্যন্ত ধৌত করো (৩১)। আর যদি তোমাদের গোসল করার প্রয়োজন হয়, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হও (৩২); এবং তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের থেকে কেউ পায়খানা-প্রস্রাবের স্থান থেকে আগমন করে অথবা তোমরা স্ত্রীর সাথে সংগম করো এবং এ সমস্ত অবস্থায় পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা 'তায়াম্মুম' করো।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ
فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ
وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى
اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ
الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ
تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا

মাস্‌আলাঃ মুসলিম ও কিতাবীদের যবেহকৃত প্রাণী হালাল; চাই সে পুরুষ হোক কিংবা নারী অথবা বালক হোক।

টীকা-২৪. বিবাহ করার বেলায় নারীর সচ্চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখা মুস্তাহাব। তবে এটা বিবাহ বিশুদ্ধ হবার জন্য পূর্বশর্ত নয়।

টীকা-২৫. বিবাহ করে।

টীকা-২৬. অবৈধ পন্থায়, ব্যভিচার করার অর্থ- 'নির্দ্বিধার যিনা করা' এবং 'উপপত্নী বানানো' দ্বারা 'গোপনে যিনা' বুঝায়।

টীকা-২৭. কেননা, ধর্মত্যাগের কারণে সমস্ত সৎকর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়।

টীকা-২৮. এবং তোমরা অযূ বিহীন অবস্থায় থাকো তখন তোমাদের উপর 'অযূ করা' ফরয। আর অযূর ফরযসমূহ হচ্ছে- ঐ চারটা, যেগুলো সামনে বর্ণনা করা হচ্ছে-

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ প্রত্যেক নামাযের জন্য তাজা অযূ করায় অভ্যস্ত ছিলেন। যদিও একই অযূতে বহু ফরয ও নফল নামায আদায় করা জায়েয আছে, তবুও প্রত্যেক নামাযের জন্য পৃথক পৃথক অযূ করা অতীব বরকত ও সাওয়াব লাভে সহায়ক। কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে প্রত্যেক নামাযের জন্য পৃথক পৃথক অযূ করা ফরয ছিলো। পরবর্তীতে তা রহিত করা হয়েছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অযূ ভঙ্গ না হয়, একই অযূতে ফরয ও নফল সবই সম্পন্ন করা জায়েয হয়েছে।

টীকা-২৯. হাতের কনুইসমূহও 'ধৌত করার বিধান'-এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন হাদীস শরীফে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অধিকাংশ ইমাম এ অভিমতই পোষণ করেন।

টীকা-৩০. মাথার এক চতুর্থাংশ মসেহ করা ফরয। এই পরিমাণটুকু হযরত মুগীরার হাদীস থেকে প্রমাণিত। বস্তুতঃ এই হাদীস শরীফ আয়াতেরই ব্যাখ্যা।

টীকা-৩১. এটা অযূর চতুর্থ ফরয। বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে তাদের পায়ের উপর মসেহ করতে দেখেছিলেন। তিনি তা নিষেধ করলেন। আর হযরত 'আতা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি শপথ সহকারে বলেন, "আমার জ্ঞানে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীদের থেকে কেউ অযূর মধ্যে পা মসেহ করেন নি।"

টীকা-৩২. মাস্‌আলাঃ 'জানাবত' (গোসল ওয়াজিবকারী অপবিত্রতা) থেকে পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করা অত্যাবশ্যক। 'জানাবত' কখনো জাগ্রতাবস্থায়

যৌন-উত্তেজনা ও কামনা সহকারে বীর্যপাতের (انزال) কারণে হয়; আর কখনো হয় নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নদোষের কারণে; যার পরে চিহ্ন পাওয়া যায়। এমনকি যদি স্বপ্নের কথা স্বরণ হয়েছে, কিন্তু আর্দ্রতা পায়নি, তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে না। আর কখনো উভয় সঙ্গম পথের কোনটার মধ্যে ★ লিঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করানোর ফলে 'কর্তা' ও 'কর্ম' উভয়ের জন্য; চাই বীর্যপাত হোক, অথবা না-ই হোক- এসব ক'টি অবস্থা 'জানাবত'-এর মধ্যে শামিল। এসব অবস্থায় গোসল ওয়াজিব হয়।

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑥

তখন আপন মুখ ও হাতগুলো তা'দ্বারা মসেহ করো। আল্লাহ্ চান না যে, তোমাদের কোন কষ্ট হোক; হাঁ, এটাই চান যে, তোমাদেরকে অতিমাত্রায় পবিত্র করবেন এবং স্বীয় অনুগ্রহ তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করে দেবেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑦

৭. এবং স্মরণ করো আল্লাহ্র অনুগ্রহকে তোমাদের উপর (৩৩) এবং সেই অঙ্গীকারকে, যা তিনি তোমাদের নিকট থেকে নিয়েছেন (৩৪), যখন তোমরা বলেছিলে, 'আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি (৩৫);' এবং আল্লাহ্কে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তরসমূহের কথা জানেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ⑧

৮. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র আদেশের উপর খুব অটল হয়ে যাও ন্যায়ের সাক্ষ্য দিতে (৩৬), তোমাদেরকে কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন এর প্রতি প্ররোচিত না করে যে, সুবিচার করবে না। সুবিচার করো। তা আত্মসংযমের অতি নিকটতর এবং আল্লাহ্কে ভয় করো! বস্তুতঃ আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্মের খবর রাখেন।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۙ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ⑨

৯. ঈমানদার সৎকর্মপরায়ণদের প্রতি আল্লাহ্র এ প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার রয়েছে।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ⑩

১০. এবং যারা কুফর করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তারা দোযখের অধিবাসী (৩৭)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑪ ع

১১. হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহকে স্মরণ করো যখন একটা সম্প্রদায় চেয়েছিলো যে, তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত সম্প্রসারণ করবে। তখন তিনি তাদের হাত তোমাদের উপর থেকে রুখে দিয়েছিলেন (৩৮); এবং আল্লাহ্কে ভয় করো। মুসলমানদেরকে আল্লাহ্রই উপর ভরসা করা চাই।

মাস্আলাঃ স্ত্রীলোকের 'হায়য' (রজঃস্রাব) ও 'নিফাস' (প্রসবোত্তর রক্তস্রাব)-এর কারণেও গোসল ওয়াজিব হয়। 'হায়য'-এর মাস্আলা সূরা বাক্বারায় আলোচিত হয়েছে। আর 'নিফাস'-এর কারণে গোসল ওয়াজিব হবার বিধান ইজমা' (ইমামগণের ঐকমত্য) দ্বারা প্রমাণিত। আর তায়াম্মুমের বিধান সূরা নিসার মধ্যে গত হয়েছে।

টীকা-৩৩. অর্থাৎ তোমাদেরকে মুসলমান করেছেন

টীকা-৩৪. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট বায়'আত গ্রহণ করার সময় 'আক্বাবাহ্-রাতে' এবং 'বায়'আত-ই-রিদ্ওয়ান'-এর মধ্যে।

টীকা-৩৫. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকটা নির্দেশ সর্বাবস্থায়;

টীকা-৩৬. এ ভাবে যে, আত্মীয়তা ও শত্রুতার কোন প্রভাব যাতে তোমাদেরকে সুবিচার থেকে বিচলিত করতে না পারে

টীকা-৩৭. এ আয়াত শরীফ অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলীল এটার উপর যে, 'চিরস্থায়ী দোযখবাসী হওয়া' কাফিরগণ ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়। (খাযিন)

টীকা-৩৮. শানে নুযূলঃ একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক জায়গায় যাত্রা বিরতি করেছিলেন। সাহাবীগণ পৃথক পৃথক গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন তরবারীখানা একটা গাছের সাথে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। একজন গেঁয়ো লোক সুযোগ বুঝে আসলো এবং সে তরবারীটা হাতে নিলো। অতঃপর খাপ থেকে তরবারী বের করে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উদ্দেশ্যে বলতে লাগলো, "হে মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এখন আপনাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "আল্লাহ্।" একথা বলতেই হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) লোকটার হাত থেকে তরবারীটা ফেলে দিলেন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তরবারীটা হাতে নিয়ে বললেন, "তোকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?" সে বলতে লাগলো, "কেউ নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁরই রসূল।" (তাফসীর-ই-আবুস্ সাঊদ)

★ পেছনের রাস্তায় সঙ্গম করা (পায়ু মৈথুন) হারাম। এতদসত্ত্বেও যদি কেউ শয়তানের কুপ্ররোচনায় তা করে বসে তখন-

টীকা-৩৯. এ মর্মে যে, আল্লাহ্‌রই ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবেনা, 'তাওরীত'-এর বিধানের অনুসরণ করবে;

টীকা-৪০. প্রত্যেক দলের উপর একজন নেতা, যিনি আপন গোত্রের যিম্মাদার হবেন এ বিষয়ে যে, তারা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে এবং নির্দেশ মেনে চলবে।

টীকা-৪১. সাহায্য ও সহায়তা সহকারে

টীকা-৪২. অর্থাৎ তাঁর পথে ব্যয় করো,

টীকা-৪৩. ঘটনা এ ছিলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁকে এবং তাঁর গোত্রকে 'পবিত্র ভূমি'র উত্তরাধিকারী করবেন; যার মধ্যে কিন্'আন-বংশীয় আধিপত্যবাদীরা বসবাস করতো। ফিরআউনের ধ্বংসের পর হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর উপর আল্লাহ্‌র নির্দেশ হলো যেন তিনি বনী-ইস্রাঈলকে 'পবিত্র ভূমি'র দিকে নিয়ে যান। (আর ঘোষণা করলেন,) "আমি সেটাকে তোমাদের জন্য স্থায়ী বাসস্থান নির্ণয় করেছি। সুতরাং সেখানে যাও এবং যে সব শত্রু সেখানে আছে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো। আমি তোমাদের সাহায্য করবো। আর হে মূসা! তুমি স্বীয় গোত্রের প্রত্যেক বংশের মধ্য থেকে একজন করে 'সর্দার' নিযুক্ত করো। এভাবে বারজন সর্দার নিযুক্ত করো। তারা নিজ নিজ গোত্রের নির্দেশ পালন এবং অঙ্গীকার পূরণের ক্ষেত্রে যিম্মাদার থাকবে।"

হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম 'সর্দার' নির্বাচিত করেবনী-ইস্রাঈলকে নিয়েরওনা হলেন। যখন 'আরীহা'র নিকটে পৌঁছলেন, তখন সেই সর্দারগণকে তিনি গোপনে সেখানকার অবস্থাদি জেনে নেয়ার জন্য প্রেরণ করলেন। সেখানে তারা দেখতে পেলো যে, সেখানকার অধিবাসীরা বিরাটকায়, অতীব শক্তিশালী, শক্তিমান, আতংকময় এবং মর্যাদার অধিকারী। এরা তাদেরকে দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ফিরে আসলো। আর এসে তারা স্বীয় গোত্রের নিকট সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করলো; অথচ তাদেরকে তা করতে নিষেধ করা হয়েছিলো; কিন্তু সকলে ওয়াদা ভঙ্গ করলো কালিব ইবনে ইউকুন্না ও ইউশা' ইবনে নূন ব্যতীত। তাঁরা (দু'জন) অঙ্গীকারের উপর অটল রইলেন।

টীকা-৪৪. অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর পর আগমনকারী নবীগণের সত্যতা অস্বীকার করেছে, বহু সংখ্যক নবীকে শহীদ করেছে এবং কিতাবের বিধানাবলীর বিরোধিতা করেছে।

রুকূ' - তিন

১২. এবং নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্ বনী ইস্রাঈল-এর নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন (৩৯); এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারজন নেতা নিযুক্ত করেছি (৪০); এবং আল্লাহ্ এরশাদ করেন, 'নিশ্চয় আমি (৪১) তোমাদের সাথে আছি।' অবশ্যই তোমরা যদি নামায কায়েম রাখো, যাকাত প্রদান করো, আমার রসূলগণের উপর ঈমান আনো, তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করো (৪২), তবে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপ মোচন করবো এবং তোমাদেরকে অবশ্যই বেহেশ্‌তসমূহে নিয়ে যাবো, যেগুলোর পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। অতঃপর এ অঙ্গীকারের পর তোমাদের মধ্যে যে 'কুফর' করেছে সে অবশ্যই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে (৪৩)।

وَلَقَدْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ۚ
وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ
اللّٰهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ
وَآتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَ
عَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا
حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ
لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

১৩. অতঃপর, তাদের এ কেমনই অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে (৪৪) আমি তাদেরকে অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করেছি; তারা আল্লাহ্‌র বাণীসমূহকে (৪৫) সেগুলোর যথাস্থান থেকে বিকৃত করে; এবং ভুলে বসেছে সেসব নসীহতের এক বিরাট অংশকে, যেগুলো তাদেরকে দেয়া হয়েছে। (৪৬); এবং আপনি সর্বদা তাদের একটা না একটা প্রতারণা সম্বন্ধে অবহিত থাকবেন (৪৭) অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত (৪৮); সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করুন (৪৯) এবং উপেক্ষা করুন। নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণগণ আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا
قُلُوبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ
مَوَاضِعِهِ ۙ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا
بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ
مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ
عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

টীকা-৪৫. যেগুলোর মধ্যে বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রশংসা ও গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে এবং যেগুলো তাওরীতে বর্ণনা করা হয়েছে।

টীকা-৪৬. তাওরীতের মধ্যে; যেন বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করে এবং তাঁর উপর ঈমান আনে।

টীকা-৪৭. কেননা, প্রতারণা, অবিশ্বস্ততা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং রসূলগণের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ না করা তাদের পূর্বপুরুষদের পুরানা স্বভাব।

টীকা-৪৮. যারা ঈমান এনেছে;

টীকা-৪৯. এবং যা কিছু তাদের থেকে পূর্বে সম্পন্ন হয়েছিলো সেগুলোর জন্য পাকড়াও করোনা

শানে নুযূলঃ কোন কোন ব্যাখ্যাকারীর অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত সেই গোত্রের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা প্রথমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অঙ্গীকার করেছিলো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। আর এ আয়াত শরীফ নাযিল করেন। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে- 'তাদের এ অঙ্গীকার ভঙ্গকে ক্ষমা করুন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে এবং জিয্য়া (কর) প্রদানে বাধা না দেয়।'

টীকা-৫০. আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান আনার,

১৪. এবং যে সব লোক দাবী করেছিলো, 'আমরা খৃষ্টান', আমি তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি (৫০), তখন তারাও ভুলে গিয়েছে সেসব উপদেশের একটা বিরাট অংশকে, যেগুলো তাদেরকে দেয়া হয়েছে (৫১)। সুতরাং আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে ক্বিয়ামত-দিবস পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঢেলে দিয়েছি (৫২); এবং অনতিবিলম্বে আল্লাহ্ তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা কিছু তারা করতো (৫৩)।

১৫. হে কিতাবীরা (৫৪)! নিশ্চয় তোমাদের নিকট আমার এ রসূল (৫৫) তাশ্রীফ এনেছেন, যিনি তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেন সেসব বস্তু থেকে এমন অনেক কিছু, যেগুলো তোমরা কিতাবের মধ্যে গোপন করে ফেলেছিলে (৫৬) এবং অনেক কিছু ক্ষমা করে থাকেন (৫৭), নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটা 'নূর' এসেছে (৫৮) এবং স্পষ্ট কিতাব (৫৯)।

১৬. আল্লাহ্ তা দ্বারা সরল পথ প্রদর্শন করেন তাকেই, যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি মোতাবেক চলে, নিরাপত্তার পথে এবং তাদেরকে অন্ধকাররাশি থেকে (বের করে) আলোর দিকে নিয়ে যান স্বীয় নির্দেশে; এবং তাদেরকে সোজা পথ দেখান।

১৭. নিশ্চয় কাফির হয়েছে সেসব লোক যারা বলেছে, 'আল্লাহ্ মার্‌য়াম-তনয় মসীহই (৬০)।' আপনি বলে দিন! 'অতঃপর আল্লাহ্র কে কী করতে পারে, যদি তিনি এটাই চান যে, ধ্বংস করে দেবেন মার্‌য়াম-তনয় মসীহ্ ও তাঁর মাতা এবং সমস্ত দুনিয়াবাসীকে (৬১)?' আল্লাহ্র জন্য রাজত্ব আসমানসমূহের ও যমীনের এবং ঐ দু'টির মধ্যবর্তীর (সবকিছুর)। যা চান সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ্ সবকিছু করতে পারেন।

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصٰرٰٓى أَخَذْنَا مِيثٰقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِۦ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾

يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتٰبٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

يَهْدِى بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوٰنَهُۥ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِۦ وَيَهْدِيهِمْ إِلٰى صِرٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥ وَمَن فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

টীকা-৫১. 'ইঞ্জীল'-এর মধ্যে; এবং তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।

টীকা-৫২. হযরত ক্বাতাদাহ্ বলেন, 'যখন খৃষ্টানগণ আল্লাহ্র কিতাবের উপর 'আমল করা'পরিহার করলো, রসূলগণের নির্দেশ অমান্য করলো, ফরযসমূহ পালন করলোনা এবং আল্লাহ্র সীমাগুলোরও তোয়াক্কা করলোনা, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে দিলেন।

টীকা-৫৩. অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসে তারা তাদের কৃতকর্মের বিনিময় লাভ করবে।

টীকা-৫৪. হে ইহুদী সম্প্রদায় ও খৃষ্টানরা!

টীকা-৫৫. বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম

টীকা-৫৬. যেমন, 'প্রস্তর নিক্ষেপ করে শাস্তি প্রদানের বিধান' সম্বলিত আয়াত এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলী। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সেটা প্রকাশ করে দেয়া তাঁর মু'জিযাই।

টীকা-৫৭. সেগুলোর উল্লেখও করছেন না, না সেগুলোর জন্য পাকড়াও করছেন! কেননা, তিনি ঐসব বস্তুরই উল্লেখ করেন, যার মধ্যে মঙ্গল নিহিত।

টীকা-৫৮. বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'নূর' বলা হয়েছে। কেননা, তাঁর দ্বারা কুফরের অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে এবং সত্যের পথ স্পষ্ট হয়েছে।

টীকা-৫৯. অর্থাৎ 'ক্বোরআন শরীফ'।

টীকা-৬০. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেছেন, ''নাজরান-এর খৃষ্টানদের দ্বারা এ উক্তিটা করা হয়েছে। আর খৃষ্টানদের মধ্যে য়া'কূবিয়াহ্ সম্প্রদায়' ও 'মালকানিয়াহ্ সম্প্রদায়'-এর লোকদের ধর্ম হচ্ছে- 'তারা হযরত মসীহ্কে 'আল্লাহ্' বলে থাকে। কেননা, তারা 'অনুপ্রবেশ'-এর মতবাদে বিশ্বাসী এবং তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা হচ্ছে এই যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা আলায়হিস্ সালামের শরীরে 'অনুপ্রবেশ' করেছেন।'' (আল্লাহ্রই আশ্রয়! আল্লাহ্ তাদের এ ধরণের অশোভন উক্তির বহু ঊর্ধ্বে।)

আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের মধ্যে তাদেরকে কাফির বলে ঘোষণা করেছেনএবং এরপর তাদের বাতুলতা বর্ণনা করেছেন।

টীকা-৬১. এর জবাব এই যে, কেউ কিছুই করতে পারে না। সুতরাং হযরত মসীহ্কে 'আল্লাহ্' বলা কেমন স্পষ্ট বাতুলতা!

টীকা-৬২. শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একদা কিতাবীগণ আসলো এবং তারা দ্বীনের ব্যাপারে তাঁর সাথে আলাপ করতে আরম্ভ করলো। তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন আর আল্লাহ্র অবাধ্যতার ফলে তাঁরই শাস্তির ভয় দেখালেন। তখন তারা বলতে লাগলো, "হে মুহাম্মদ (দঃ)! আপনি আমাদেরকে কিসের ভয় দেখাচ্ছেন? আমরাতো আল্লাহ্র পুত্র এবং তাঁরই প্রিয়পাত্র।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং তাদের এ দাবীর বাতুলতা প্রকাশ করা হয়েছে।

টীকা-৬৩. অর্থাৎ এ কথাতো তোমরাও স্বীকার করো যে, গোনা কতেক দিন তোমরা জাহান্নামে থাকবে। কাজেই, চিন্তা করো, 'কোন পিতা তার পুত্রকে অথবা কোন ব্যক্তি তার প্রিয়পাত্রকে কি আগুনে জ্বালায়?' যখন এমন নয়, তখন তোমাদের এ দাবী তোমাদেরই স্বীকারোক্তি থেকে ভ্রান্ত ও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়।

১৮. এবং ইহুদী ও খৃষ্টানগণ বলেছে, 'আমরা আল্লাহ্রই পুত্র এবং তাঁরই প্রিয় (৬২)।' আপনি বলে দিন, 'অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কেন তোমাদের পাপগুলোর উপর শাস্তি দেন (৬৩)? বরং তোমরা মানুষ, তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে। যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন আর আল্লাহ্রই জন্য রাজত্ব আসমানসমূহের ও যমীনের এবং এ দু'টির মাঝখানের। প্রত্যাবর্তন করতে হবে তাঁরই দিকে।'

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا
اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ
بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ
خَلَقَ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ
مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؗ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ⑱

১৯. হে কিতাবীগণ! নিঃসন্দেহে, তোমাদের নিকট আমার এ রসূল (৬৪) তাশরীফ আনয়ন করেছেন, যিনি তোমাদের নিকট আমার বিধানসমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, এর পর যে, রসূলগণের আগমন বহুদিন বন্ধ ছিলো (৬৫), যাতে কখনো একথা না বলতে পারো যে, 'আমাদের নিকট কোন সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী আসেনি।' সুতরাং এ সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী তোমাদের নিকট তাশরীফ আনয়ন করেছেন এবং আল্লাহ্র নিকট সর্বশক্তিই রয়েছে।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ
اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا
نَذِيْرٍ ؗ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ⑲

রুকূ' – চার

২০. এবং যখন মূসা বললো স্বীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করো যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতে পয়গাম্বর করেছেন (৬৬), তোমাদেরকে বাদশাহ্ করেছেন (৬৭) এবং তোমাদেরকে তাই দিয়েছেন যা আজ সমগ্র জাহানের মধ্যে কাউকেও দেননি (৬৮)।'

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا
نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ
اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ وَّاٰتٰىكُمْ
مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ⑳

২১. হে সম্প্রদায়! পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো, যেটা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন এবং পশ্চাদপসরণ করোনা (৬৯), (যদি করো,) তবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরবে।

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ
الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى
اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ㉑

টীকা-৬৪. মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

টীকা-৬৫. হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর পর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের যুগ পর্যন্ত ৫৬৯ বছরের সময়টা নবীশূন্য ছিলো। এর পরে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শুভাগমনরূপী অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করা হচ্ছে যে, অতীব প্রয়োজনের মুহূর্তে তোমাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার মহান অনুগ্রহ প্রেরণ করা হয়েছে এবং এর মধ্যে দলীল দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ও আপত্তি উত্থাপনের পথ রোধ করা হয়েছে। সুতরাং এখন একথা বলার সুযোগ রইলোনা যে, 'আমাদের নিকট সতর্ককারী আসেননি।'

টীকা-৬৬. মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, পয়গাম্বরদের শুভাগমন নি'মাতই। আর হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম স্বীয় সম্প্রদায়কে সেটা স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, তা বরকত ও সুফলসমূহের মাধ্যম। এ থেকে বরকতময় মীলাদ-মাহ্ফিল কল্যাণ ও সুফলের সহায়ক এবং প্রশংসিত ও ভাল কাজ হবার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।

টীকা-৬৭. অর্থাৎ স্বাধীন এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সেবকের অধিকারী। ফির'আউনীদের হাতে বন্দী থাকার পর তাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন লাভ করা বিরাট অনুগ্রহ। হযরত আবূ সা'ঈদ খুদ্রী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "বনী-ইস্রাঈলের মধ্যে যে ব্যক্তির নিকট কোন সেবক, স্ত্রী এবং আরোহণের পশু থাকতো তাকে 'বাদশাহ্' (مَلِكٌ) বলা হতো।

টীকা-৬৮. যেমন সমুদ্রের মধ্যে রাস্তা করে দেয়া, শত্রুকে ডুবিয়ে মারা, 'মান্ন' ও 'সাল্ওয়া' অবতীর্ণ করা, পাথর থেকে পানির প্রস্রবণ প্রবাহিত করা এবং মেঘকে ছায়াদানকারী করা ইত্যাদি।

টীকা-৬৯. হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর তাদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য বের হবার নির্দেশ দিলেন। আর বললেন, "হে সম্প্রদায়! 'পবিত্রভূমিতে' প্রবেশ করো।" এ ভূমিকে 'পবিত্র' এ জন্য বলা হয়েছে যে, সেটা নবীগণের বাসস্থান ছিলো।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নবীগণের বসবাসের ফলে ভূমির মর্যাদালাভ হয়। আর অন্যান্যদের জন্যও তা বরকতের মাধ্যম হয়।

কাল্‌বী থেকে বর্ণিত যে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম লেবাননের পর্বতমালায় আরোহণ করেছিলেন। তখন তাঁকে বলা হলো, "যতদূর পর্যন্ত আপনার দৃষ্টি পৌছবে ততদূর পর্যন্ত 'পবিত্র' স্থান। আর সেটা আপনার বংশধরদের উত্তরাধিকার।" এ ভূ-খণ্ডটা 'তূর পাহাড়' এবং এর আশে-পাশের জায়গা ছিলো। অন্য এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, 'সমগ্র সিরিয়া' (পবিত্রভূমি)।

টীকা-৭০. কালিব ইবনে ইউকূনা এবং ইউশা' ইবনে নূন, যাঁরা সেই 'সর্দারদের' মধ্যে ছিলেন, যাদেরকে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম ঐ 'প্রভাবশালী সম্প্রদায়'-এর অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

টীকা-৭১. হিদায়ত এবং অঙ্গীকার পূরণ সহকারে। তাঁরা 'প্রভাবশালী সম্প্রদায়'-এর অবস্থাদি শুধু হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের নিকট ব্যক্ত করেছিলেন। তা ফাঁস করেন নি, কিন্তু অন্যান্য 'সর্দারগণ' তা ফাঁস করে দিয়েছিলো।

২২. তারা বললো, 'হে মূসা! এর মধ্যেতো ক্ষমতাবান লোকেরা রয়েছে এবং আমরা তাতে কখনো প্রবেশ করবোনা যতক্ষণ না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যাবে। হাঁ, তারা সেখান থেকে বের হয়ে গেলে আমরা সেখানে যাবো।'

قَالُوا يٰمُوسٰى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ۝

২৩. দু'জন লোক, যারা আল্লাহর ভয়সম্পন্নদের মধ্যে থেকে ছিলো (৭০), আল্লাহ্ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন (৭১); তারা বললো, 'তোমরা জোর করেই প্রবেশদ্বারের মধ্যে (৭২) তাদের উপর প্রবেশ করো। যদি তোমরা প্রবেশ-দ্বারে প্রবেশ করো, তবে বিজয় তোমাদেরই (৭৩); এবং আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করো যদি তোমাদের মধ্যে ঈমান থাকে।'

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غٰلِبُونَ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

২৪. তারা বললো (৭৪), 'হে মূসা! আমরা তো সেখানে (৭৫) কখনো যাবো না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখানে থাকবে। সুতরাং আপনিই যান এবং আপনার প্রভূ। আপনারা উভয়েই যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকবো।'

قَالُوا يٰمُوسٰى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُونَ ۝

২৫. মূসা আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার ক্ষমতা নেই, কিন্তু আমার নিজের এবং আমার ভাইয়ের উপর। সুতরাং আমাদেরকে এসব নির্দেশ অমান্যকারীদের থেকে পৃথক রাখুন (৭৬)।'

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِينَ ۝

২৬. (আল্লাহ্) বললেন, 'তবে এ ভূমি তাদের উপর নিষিদ্ধ রইলো (৭৭) চল্লিশ বছর পর্যন্ত। তারা এ ভূ-খণ্ডের মধ্যে হতাশার সাথে ঘুরে বেড়াবে (৭৮)।' সুতরাং আপনি এ নির্দেশ অমান্যকারীদের জন্য দুঃখ করবেন না।

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِينَ ۝

টীকা-৭২. শহরের

টীকা-৭৩. "কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূরণ হবে। তোমরা 'প্রভাবশালী সম্প্রদায়'-এর বিরাট বিরাট দেহ-কাঠামো দেখে শংকা করোনা। আমরা তাদেরকে দেখেছি। তাদের গড়ন বিরাট; কিন্তু অন্তর দুর্বল।" এ দু'জন যখন একথা বলেছিলেন, তখন বনী-ইস্রাঈল খুবই ক্ষেপে গেলো এবং তারা চাইলো যে, তাঁদের উপর পাথর বর্ষণ করবে।

টীকা-৭৪. অর্থাৎ বনী ইস্রাঈল।

টীকা-৭৫. 'প্রভাবশালী সম্প্রদায়'-এর শহরে

টীকা-৭৬. এবং আমাদেরকে তাদের সঙ্গ এবং নৈকট্য থেকে দূরে রাখুন। অর্থ এ যে, আমাদের ও তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিন।

টীকা-৭৭. এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না

টীকা-৭৮. ঐ ভূ-খণ্ড, যার মধ্যে এসব লোক নিরুদ্দেশভাবে ঘুরাফেরা করছে। সেটার দৈর্ঘ ছিলো নয় ফরসঙ্গ। ★ তারা সংখ্যায় ছিলো ছয় লক্ষ যোদ্ধা। তারা নিজেদের মালপত্র নিয়ে সারাদিন পথ চলতো। যখন সন্ধ্যা হতো, তখন তারা নিজেদেরকে ঐ স্থানেই দেখতে পেতো, যেখান থেকে তারা যাত্রা আরম্ভ করেছিলো। এটা তাদের জন্য শাস্তি ছিলো। হযরত মূসা ও হযরত হারূন, হযরত ইউশা' ও হযরত কালিব (আলায়হিমুস্ সালাম) ব্যতীত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের জন্য এটা সহজসাধ্য করে দিয়েছিলেন; যেমনিভাবে হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর জন্য অগ্নিকুণ্ডকে ঠাণ্ডা ও নিরাপদ করে দিয়েছিলেন। আর এত বড়-বিশাল দলের পক্ষে এত ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ডের মধ্যে ৪০ বৎসরকাল উদাসীন ও হতাশ হয়ে ঘুরে বেড়ানো এবং কারো পক্ষে সেখান থেকে বের হতে না পারা অলৌকিক ঘটনাবলীর অন্যতম ছিলো। যখন বনী-ইস্রাঈল এ মরুপ্রান্তরে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর নিকট পানাহার ইত্যাদি আবশ্যকীয় জিনিষের এবং তাদের দুঃখ-কষ্টের অভিযোগ করলো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর দো'আর ফলে তাদেরকে আস্‌মানী খাদ্য-'মান্ন' ও 'সাল্‌ওয়া' দান

★ এক 'ফরসঙ্গ' = ৩ মাইল।

করেছিলেন। আর পোশাক-পরিচ্ছদ স্বয়ং তাদের শরীরের উপর সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন যা তাদের শরীরের সাথে সাথেই বেড়ে যেতো এবং 'তূর' পাহাড়ের একটা সাদা পাথর তাঁকে দান করেছিলেন। যখন তারা কখনো সফর সামগ্রী নামিয়ে যাত্রা বিরতি করতো তখন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম সেই পাথরের উপর 'লাঠি' দ্বারা আঘাত করতেন। তা থেকে বনী-ইস্রাঈলের বারোটি গোত্রের জন্য বারোটা প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে যেতো। ছায়াদানের জন্য এক খণ্ড মেঘ প্রেরণ করেন। 'তীহ' প্রান্তরে যত লোক প্রবেশ করেছিলো তাদের মধ্য থেকে যাদের বয়স বিশ বছরের অধিক ছিলো তারা সবাই সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো; হযরত ইউশা' ইবনে নূন এবং কালি ইবনে ইউকনা ব্যতীত। আর 'পবিত্র ভূমি'-তে প্রবেশ করতে যারা অস্বীকার করেছিলো তাদের মধ্য থেকে কেউ প্রবেশ করতে পারেনি।

কথিত আছে যে, এ 'তীহ্' প্রান্তরেই হযরত হারূন ও হযরত মূসা (আলায়হিমাস্ সালাম)-এর ওফাত হয়েছিলো। হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর ওফাতের ৪০ বৎসর পর হযরত ইউশা'কে নবূয়ত দান করা হয়। অতঃপর 'প্রভাবশালী সম্প্রদায়'-এর বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দেয়া হলো। তিনি বনী ইস্রাঈলের অবশিষ্ট লোকদেরকে সাথে নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং 'জাব্বারীন' (প্রভাবশালী সম্প্রদায়)-এর বিরুদ্ধে জিহাদ করেন।

টীকা-৭৯. যাদের নাম 'হাবীল' ও 'ক্বাবীল' ছিলো। এ সংবাদ শুনানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই যে, হিংসার কুফল প্রতিভাত হবে। আর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি যারা হিংসাপরায়ণ তারাও এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জীবন চরিত ও ইতিহাসবেত্তাদের বিবরণ হচ্ছে এ যে, হযরত হাওয়ার গর্ভে এক সাথে একটা পুত্র ও একটা কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করতো। এক গর্ভের পুত্রের সাথে অপর গর্ভের কন্যার বিবাহ দেয়া হতো। আর মানুষ যখন হযরত আদম আলায়হিস সালাম-এর সন্তানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো, তখন বিবাহ-বন্ধনের অন্য কোন পন্থাই ছিলোনা। এ নিয়ম মোতাবেক, হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) ক্বাবীলের বিবাহ 'লিওদার' সাথে, যে হাবীলের সাথে জন্মগ্রহণ করেছিলো এবং হাবীলের বিবাহ 'একলীমা'-এর সাথে, যে ক্বাবীলের সাথে জন্ম গ্রহণ করেছিলো, দিতে চাইলেন। ক্বাবীল এ'তে রাজি হলো না। যেহেতু একলীমা অতীব সুন্দরী ছিলো, সেহেতু সে তার প্রার্থী হয়ে বসলো। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম বললেন, "সে তোমারই সাথে জন্মগ্রহণ করেছে। সুতরাং সে তোমার সহোদরা। তার সাথে তোমার বিবাহ বৈধ নয়।" সে বলতে লাগলো, "এটা তো আপনারই অভিমত। আল্লাহ্ তা'আলা এ নির্দেশ দেননি।" হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) বললেন, "তোমরা উভয়ে ক্বোরবানী হাযির করো। যার ক্বোরবানী কবূল হবে, সেই একলীমার অধিকারী হবে।" সে যুগে যেই ক্বোরবানী কবূল হতো, আসমান থেকে একটা আগুন এসে সেই ক্বোরবানীকে গ্রাস করে ফেলতো। ক্বাবীল এক স্তুপ গম এবং হাবীল একটা ছাগল ক্বোরবানী হিসেবে পেশ করলো। আসমানী আগুন হাবীলের ক্বোরবানীকেই গ্রাস করলো। কিন্তু ক্বাবীলের গম পড়ে রইলো। এ কারণে ক্বাবীলের অন্তরে জঘন্য হিংসা-বিদ্বেষের সঞ্চার হলো।

রুকূ' - পাঁচ

২৭. এবং তাদেরকে পড়ে শুনান, আদমের দু'পুত্রের সত্য সংবাদ (৭৯); যখন তারা উভয়ে এক একটা ক্বোরবানী পেশ করলো; তখন একজনের (ক্বোরবানী) কবূল হলো এবং অন্য জনের কবূল হলোনা। সে বললো, 'শপথ রইলো, আমি তোমাকে হত্যা করবো (৮০)।' অপরজন বললো, 'আল্লাহ্ তাদের থেকেই কবূল করেন, যাদের মধ্যে (আল্লাহ্‌র) ভয় আছে (৮১)।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ۘ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

২৮. নিশ্চয়, যদি তুমি তোমার হাত আমার দিকে বাড়াও আমাকে হত্যা করার জন্য, তবে আমি আপন হাত তোমার দিকে বাড়াবোনা (এ জন্য) যে, তোমাকে হত্যা করবো (৮২)। আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি, যিনি মালিক সমগ্র বিশ্বের।

لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

২৯. আমি এটা চাই যে, আমার (৮৩) ও তোমার পাপ (৮৪) উভয়টারই ভার তুমি বহন করবে। সুতরাং তুমি দোযখবাসী হয়ে যাবে এবং অন্যায়কারীদের এটাই সাজা।'

إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

টীকা-৮০. যখন হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম হজ্ব করার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ চলে গেলেন, তখন হাবীলের উদ্দেশ্যে ক্বাবীল বললো, "আমি তোমাকে হত্যা করবো।" হাবীল বললো, "কেন?" (ক্বাবীল) বলতে লাগলো, "এ জন্য যে, তোমার ক্বোরবানী কবূল হয়েছে, আমার কবূল হয়নি। তুমি একলীমার উপযোগী হয়েছো। এতে আমার অবমাননা।"

টীকা-৮১. হাবীলের উক্তির এই উদ্দেশ্য যে, 'ক্বোরবানী কবূল করা আল্লাহ্‌রই কাজ। তিনি খোদাভীরুদের ক্বোরবানীই কবূল করেন। তুমি যদি খোদাভীরু হতে তবে অবশ্যই তোমার ক্বোরবানী কবূল হতো। এটা তো খোদ্ তোমারই কর্মের ফল। এতে আমার কি হাত আছে?'

টীকা-৮২. এবং আমার পক্ষ থেকে শুরু হোক! অথচ আমি তোমার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী ও মজবুত। এটা শুধু এ জন্য যে,

টীকা-৮৩. অর্থাৎ আমাকে হত্যা করার।

টীকা-৮৪. যা তুমি ইতিপূর্বে করেছো; তা হচ্ছে তুমি পিতার কথা অমান্য করেছো, হিংসাপরায়ণ হয়েছো এবং খোদায়ী ফয়সালা অমান্য করেছো।

টীকা-৮৫. এবং হতভম্ব হয়ে রইলো যে, সে এ শবদেহ নিয়ে কি করবে? কেননা, তখনো পর্যন্ত কোন মানুষ মৃত্যুবরণই করেনি। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত শবদেহটাকে পিঠের উপর বহন করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো।

টীকা-৮৬. বর্ণিত আছে যে, দু'টি কাক পরস্পর ঝগড়া করলো। কিছুক্ষণ পর একটা কাক অপর কাককে মেরে ফেললো। তখন জীবিত কাকটা আপন ঠোঁট ও বাহু দিয়ে মাটি খনন করে গর্ত করলো। তারপর মৃত কাককে সেই গর্তে রেখে উপরে মাটি দিয়ে চাপা দিলো। এটা দেখে ক্বাবীল বুঝতে পারলো যে, শবদেহকে দাফন করা উচিৎ। সুতরাং সেও মাটি খনন করে হাবীলের লাশ দাফন করলো। (জালালাঈন ও মাদারিক ইত্যাদি)

৩০. অতঃপর তার মন তাকে ভ্রাতৃহত্যার প্ররোচনা দিলো। সুতরাং সে তাকে হত্যা করলো। ফলে সে রয়ে গেলো ক্ষতির মধ্যে (৮৫)।

فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

৩১. অতঃপর আল্লাহ্ একটা কাক পাঠালেন; যা মাটি খনন করছিলো, যাতে তাকে দেখিয়ে দেয় সে কিভাবে তার ভাইয়ের শবদেহ গুঁতে ফেলবে (৮৬)। সে বললো, 'হায়রে সর্বনাশ! আমি তো এই কাকের মতোও হতে পারলাম না যে, আমি আমার ভাইয়ের শবদেহ গুঁতে ফেলতাম! অতঃপর সে অনুতপ্ত হয়েই রইলো (৮৭)।

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ؕ قَالَ يٰوَيْلَتٰۤى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِىْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ۝

৩২. এ কারণেই আমি বনী ইস্রাঈলের উপর (এ বিধান) লিখে দিলাম যে, যে ব্যক্তি প্রাণ হত্যা করলো কোন প্রাণ হত্যার বদলা ও পৃথিবী-পৃষ্ঠে ফ্যাসাদ করা ছাড়াই (৮৮), তখন সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করলো(৮৯)। আর যে ব্যক্তি একটা প্রাণ জীবিত রাখলো (৯০), সে যেন সকল মানুষকেই জীবিত রাখলো। নিশ্চয় তাদের (৯১) নিকট আমার রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদি সহকারে এসেছেন (৯২)। অতঃপর নিশ্চয় তাদের মধ্যে অনেকে এরপরও পৃথিবীতে সীমা লংঘনকারী হয়ে রয়েছে (৯৩)।

وقف النبي صلى الله عليه وسلم

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ۝

৩৩. যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে (৯৪) এবং রাজ্যের মধ্যে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে গুনে গুনে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা তাদের একদিকের হাত ও অপরদিকের পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এটা দুনিয়ার মধ্যে তাদের জন্য লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাদের জন্য মহা শাস্তি রয়েছে;

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْۤا اَوْ يُصَلَّبُوْۤا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ

টীকা-৮৭. স্বীয় মূর্খতা ও অনুশোচনা বশতঃ। বস্তুতঃ এ অনুশোচনা তার গুণাহর উপর ছিলোনা; যাতে তা তাওবার মধ্যে শামিল হতো। অথবা অনুশোচনা তাওবায় গণ্য হওয়া বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের জন্যই খাস। (মাদারিক)

টীকা-৮৮. অর্থাৎ অন্যায়ভাবে খুন করেছে; নাতো নিহত ব্যক্তিকে কোন রক্তের বিনিময়ে প্রতিশোধ (ক্বিসাস) হিসেবে হত্যা করেছে, না শির্ক ও কুফর কিংবা ডাকাতি ইত্যাদির মতো কোন মৃত্যুদণ্ডের উপযোগী ফ্যাসাদের কারণে হত্যা করেছে।

টীকা-৮৯. কেননা, সে 'আল্লাহ্র হক' এবং শরীয়তের সীমারেখার তোয়াক্কা করেনি।

টীকা-৯০. এভাবে যে, নিহত হওয়া অথবা ডুবে মরা অথবা আগুনে জ্বলে যাওয়া ইত্যাদি ধ্বংসের উপায়সমূহ থেকে রক্ষা করেছে।

টীকা-৯১. অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলের।

টীকা-৯২. সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহও নিয়ে এসেছেন এবং আহকাম ও শরীয়তের বিধানসমূহও।

টীকা-৯৩. কুফর ও হত্যা ইত্যাদি অপরাধ করে সীমা লংঘন করে থাকে।

টীকা-৯৪. 'আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা' হচ্ছে- তাঁর ওলীগণের সাথে শত্রুতা পোষণ করা। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে ডকাতদের শাস্তির বিবরণ দেয়া হয়েছে।

শানে নুযূলঃ হিজরী ষষ্ঠ সনে 'ওরায়নাহ' গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক মদীনা তৈয়্যবায় এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো এবং অসুস্থ হয়ে পড়লো। তাদের (শরীরের) রং হলদে হয়ে গেলো, পেটও ফুলে গেলো। হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিলেন, "যাও! সাদক্বাহর উটের দুধ ও প্রস্রাব মিশ্রিত করে পান করো।" তেমনই করার ফলে তারা আরোগ্য লাভ করলো। কিন্তু আরোগ্যলাভ করতেই তারা ধর্মত্যাগী হয়ে গেলো এবং পনরটা উট নিয়ে নিজেদের মাতৃভূমির দিকে রওনা হয়ে গেলো।

বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের অনুসন্ধানে হযরত ইয়াসার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে প্রেরণ করলেন। ঐ লোকগুলো তাঁর হাত-পা কেটে ফেললো এবং কষ্ট দিতে দিতে তাঁকে শহীদ করে ফেললো। অতঃপর যখন ঐসব লোককে বন্দী করে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির করা হলো তখন তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। (তাফসীর-ই-আহমদী)

টীকা-৯৫. অর্থাৎ গ্রেফতারের পূর্বে তাওবা করে নিলে তারা পরকালের শাস্তি এবং রাহাজানির নির্দিষ্ট শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু লুণ্ঠিত মালামাল ফেরৎ দেয়া এবং 'ক্বিসাস' (খুনের বদলে খুন ইত্যাদি) বান্দারই হক। এটা বলবৎ থেকে যাবে। (আহমদী)

টীকা-৯৬. যার মাধ্যমে তোমরা তার নৈকট্য পেতে পারো।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৩৪. তবে, সেসব লোক, যারা তাওবা করেছে এর পূর্বে যে, তোমরা তাদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করবে (৯৫)। সুতরাং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

রুকূ' – ছয়

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

৩৫. হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁরই দিকে মাধ্যম তালাশ করো (৯৬) এবং তাঁর পথে জিহাদ করো এ আশায় যে, সফলতা পেতে পারো।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

৩৬. নিশ্চয়, ঐসব লোক, যারা কাফির হয়েছে, যা কিছু দুনিয়ায় রয়েছে সবটুকু এবং এরই সমপরিমাণ আরো কিছুও যদি তাদের মালিকানায় থাকে এ জন্য যে, তা (পণস্বরূপ) দিয়ে ক্বিয়ামতের শাস্তি থেকে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবে, তবুও তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না; এবং তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে (৯৭)।

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

৩৭. তারা দোযখ থেকে বের হতে চাইবে এবং তারা তা থেকে বের হতে পারবে না; আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

৩৮. আর যে পুরুষ কিংবা নারী চোর (সাব্যস্ত) হয় (৯৮), তবে তার হাত কর্তন করো (৯৯); এটা তাদের কৃতকর্মের ফল, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাস্তি; এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৩৯. সুতরাং যে ব্যক্তি যুলুম করার পর তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তখন আল্লাহ্ তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ফিরে চান (১০০)। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

৪০. তুমি কি জানোনা যে, আল্লাহ্‌রই জন্য আসমানসমূহের বাদশাহী এবং যমীনের? শাস্তি দেন যাকে চান এবং ক্ষমা করে দেন যাকে ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্ সবকিছু করতে পারেন (১০১)।

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ

৪১. হে রসূল, আপনাকে যেন দুঃখিত না করে সেসব লোক, যারা কুফরের উপর দৌড়ায় (১০২) –

টীকা-৯৭. অর্থাৎ কাফিরদের জন্য শাস্তি অনিবার্য এবং তা থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় নেই।

টীকা-৯৮. এবং তার চুরি দু'বার স্বীকারোক্তি কিংবা দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা বিচারকের সামনে প্রমাণিত হয়, আর চুরিকৃত মালও যদি 'দশ দিরহাম' মূল্যের কম না হয় (যেমন হযরত ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু থেকে বর্ণিত হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয়,)

টীকা-৯৯. অর্থাৎ ডান হাত। কেননা, হযরত ইবনে মাস্‌ঊদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত 'ক্বিরআত' - এর মধ্যে (আয়াতাংশ أَيْدِيَهُمَا -এর পরিবর্তে) أَيْمَانَهُمَا (ডানহাতগুলো) এসেছে।

মাস্‌আলাঃ প্রথমবারের চুরির কারণে ডান হাত কাটা হবে। অতঃপর দ্বিতীয় বার যদি আবারও চুরি করে, তবে বাম পা, অতঃপর আবারও যদি চুরি করে তবে তাকে বন্দী করে রাখা হবে, যতক্ষণ না তাওবা করবে।

মাস্‌আলাঃ চোরের হাত কাটা তো ওয়াজিব। আর চুরিকৃত মাল যদি মওজুদ থাকে তবে তা ফেরৎ দেয়াও অপরিহার্য। আর যদি তা নষ্ট হয়ে যায় তখন ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব নয়। (তাফসীর-ই-আহমদী)

টীকা-১০০. এবং আখিরাতের শাস্তি থেকে তাকে মুক্তি দেবেন।

টীকা-১০১. মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, শাস্তি দেয়া এবং দয়া করা আল্লাহ্ তা'আলারই ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি মালিক। সুতরাং তিনি যা চান তা করেন। এতে আপত্তি করার কারো কোন প্রকার অবকাশ নেই। এ থেকে 'ক্বাদারিয়াহ্' সম্প্রদায় ও 'মু'তাযিলা' সম্প্রদায়ের এ দাবী বাতিল হয়ে গেলো যে, 'অনুগতকে দয়া করা এবং অমান্যকারীকে শাস্তি দেয়া আল্লাহ্‌র উপর ওয়াজিব।'

টীকা-১০২. আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'হে রসূল'-এর ন্যায় সম্মানসূচক সম্বোধন-বাক্য দ্বারা সম্বোধন করে এভাবে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, 'হে হাবীব! আমি আপনার সাহায্য ও সহযোগীতাকারী। মুনাফিকদের কুফরের দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়া, অর্থাৎ তাদের কুফর প্রকাশ করা এবং কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা করার কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না।

টীকা-১০৩. এটা তাদের 'নিফাক্ব' (কপটতা ও দ্বিমুখী ভূমিকা)-এর বর্ণনা।

টীকা-১০৪. তাদের নেতাদের নিকট থেকে এবং তাদের মিথ্যা অপবাদগুলোকে গ্রহণ করে নেয়

টীকা-১০৫. আল্লাহ্‌র ইচ্ছাক্রমে। হযরত 'অনুবাদক' (আ'লা হযরত) কুদ্দিসা সিররুহু অতি বিশুদ্ধ অনুবাদ করেছেন। এ স্থানে কোন কোন অনুবাদক এবং তাফসীরকারকের পদস্খলন ঘটেছে যে, তাঁরা لِقَوْمٍ এর ' ل ' (লা-ম)কে 'কারণ নির্দেশকারী' (علت) সাব্যস্ত করে আয়াতের অর্থ এটাই বর্ণনা করেছেন যে, 'মুনাফিকরা' এবং ইহুদী সম্প্রদায় তাদের নেতৃবৃন্দের নিকট থেকে মিথ্যা কথাগুলো শুনে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীগুলোও অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বার্থে কান পেতে শুনে, যাদের পক্ষ থেকে এরা গুপ্তচরের কাজ করে।' কিন্তু এ অর্থ বিশুদ্ধ নয় এবং কোরআনের বর্ণনাভঙ্গী এর সাথে মোটেই সামঞ্জস্য রাখেনা, বরং এখানে ' ل ' (লাম) ' مِنْ ' (মিন্)-এর অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ এ যে, 'এসব লোক তাদের নেতাদের মিথ্যা কথাগুলোও ভালভাবে শুনে। আর অন্যান্য লোকদের অর্থাৎ খায়বারের ইহুদীদের কথাগুলো খুব মান্য করে, যাদের অবস্থাদির বিবরণ আয়াত শরীফের মধ্যে আসছে।' (তাফসীর-ই-আবুস্ সাঊদ ও জুমাল)

টীকা-১০৬. **শানে নুযূলঃ** খায়বারের ইহুদী সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্তদের মধ্যে একজন বিবাহিত পুরুষ ও একজন বিবাহিতা নারী যিনা করেছিলো। এর শাস্তি তাওরীতের মধ্যে 'পাথর বর্ষণ করে হত্যা করা'ই ছিলো। এটা তাদের মনঃপূত ছিলোনা। এ কারণে তারা চাইলো যে, এ মুকাদ্দমার ফয়সালা হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে করাবে। সুতরাং তারা উক্ত দু'জন অপরাধীকে একদল লোকের সাথে মদীনা তৈয়্যবায় প্রেরণ করলো। আর বলে দিলো, "যদি হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) 'নির্দ্ধারিত শাস্তি'র (حد) নির্দেশ দেন, তবে মেনে নিও! 'পাথর বর্ষণের নির্দেশ' দিলে মেনে নিওনা।"

যা কিছু তারা মুখে বলে থাকে, 'আমরা ঈমান এনেছি;' অথচ তাদের অন্তর মুসলমান নয় (১০৩); এবং কিছু সংখ্যক ইহুদী মিথ্যা খুব শুনে (১০৪) এবং ঐসব লোকের কথা খুব শুনে (১০৫) যারা আপনার নিকট হাযির হয়নি। আল্লাহ্‌র বাণীগুলোকে সেগুলোর ঠিকানাসমূহে স্থির হবার পর পরিবর্তন করে দেয়। তারা বলে, 'এ নির্দেশ পেলে তা মান্য করো এবং যদি না পাও তবে বর্জন করো (১০৬)!' আর যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করতে চান, তবে কখনো তুমি আল্লাহ্‌র নিকট তার জন্য কিছুই করতে পারবেনা। এরা হচ্ছে সেসব লোক, যাদের অন্তরকে আল্লাহ্ বিশুদ্ধ করতে চাননি। তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা আর তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহা শাস্তি।

مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۛ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾

ঐসব লোক বনী ক্বোরায়যা ও বনী নযীরের ইহুদীদের নিকট আসলো। তারা এ ধারণা করেছিলো যে, এরা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের স্বদেশী। তাদের সাথে তাঁর সন্ধিও রয়েছে। তাদের সুপারিশ দ্বারা কাজ হয়ে যাবে। সুতরাং ইহুদী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কা'আব ইবনে আশ্‌রাফ, কা'আব ইবনে আসাদ, সা'ঈদ ইবনে 'আমর, মালেক ইবনে সায়ফ এবং কিনানা ইবনে আবিল হুক্বায়ক্ব প্রমুখ এদেরকে নিয়ে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে হাযির হলো এবং মাস্‌আলা জানতে চাইলো। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "তোমরা কি আমার ফয়সালা মেনে নেবে?" তারা স্বীকার করলো। তখন 'পাথর বর্ষণ'-এর আয়াত নাযিল হলো। আর পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হলো।

ইহুদীগণ এ নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানালো। হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "তোমাদের মধ্যে ইবনে সূরিয়া নামের একজন ফিদকবাসী ফরসা রংগের একচোখা যুবক আছে। তোমরা কি তাকে চিনো?" তারা বললো, "হাঁ।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "লোকটা কেমন?" তারা বললো, "বর্তমানে পৃথিবীপৃষ্ঠে ইহুদীদের মধ্যে তার সমকক্ষ আলেম নেই। তাওরীতের অদ্বিতীয় জ্ঞানী ব্যক্তি।" হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, "তাকে ডেকে আনো।" অতঃপর তাকে ডেকে আনা হলো। সে যখন উপস্থিত হলো, তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, "তুমি কি ইবনে সূরিয়া?" সে আরয করলো, "জ্বী-হ্যাঁ।" হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, "ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম কি তুমিই?" সে আরয করলো, "লোকেরাতো তাই বলে।" হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইহুদীদের উদ্দেশ্যে এরশাদ ফরমালেন, "এ ব্যাপারে তোমরা কি তার কথা মানবে?" সবাই স্বীকার করলো। তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইবনে সূরিয়াকে বললেন, "আমি তোমাকে ঐ আল্লাহ্‌র শপথ দিচ্ছি, যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, যিনি হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের উপর 'তাওরীত' নাযিল করেছেন, তোমাদেরকে মিশর থেকে বের করেছেন, তোমাদের জন্য সমুদ্রে রাস্তা করে দিয়েছেন, তোমাদেরকে মুক্তিদান করেছেন, ফিরআউনীদেরকে ডুবিয়ে মেরেছেন; তোমাদের জন্য মেঘকে ছাউনী করেছেন, যিনি 'মান্ন' ও 'সাল্‌ওয়া' (আসমানী খাদ্য) অবতীর্ণ করেছেন এবং স্বীয় কিতাব নাযিল করেছেন, যার মধ্যে হালাল ও হারামের বিবরণ রয়েছে। তোমাদের কিতাবে কি বিবাহিত নর-নারীর জন্য (যিনার শাস্তি স্বরূপ) 'পাথর বর্ষণ করে হত্যা করা'র নির্দেশ রয়েছে?" ইবনে সূরিয়া আরয করলো, "নিশ্চয় রয়েছে। তাঁরই শপথ, যাঁর সম্পর্কে আপনি আমার নিকট উল্লেখ করেছেন। আযাব নাযিল হবার আশংকা যদি না থাকতো তবে আমি স্বীকার করতাম না; বরং মিথ্যাই বলে ফেলতাম। কিন্তু আপনি এটাই বলুন যে, আপনার কিতাবের মধ্যে এর কি বিধান রয়েছে?"

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, "যখন চারজন ন্যায়পরায়ণ ও নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা যিনা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, তখন পাথর মেরে হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।" ইব্‌নে সূরিয়া আরয করলো, "আল্লাহ্‌র শপথ, ঠিক এরূপই তাওরীতের মধ্যে রয়েছে।"

অতঃপর হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, "আল্লাহ্‌র নির্দেশের মধ্যে পরিবর্তন কিভাবে আস্‌লো?" সে আরয করলো, "আমাদের প্রথা এ ছিলো যে, আমরা কোন অভিজাতকে ধরলে তাকে ছেড়ে দিতাম। কিন্তু গরীব লোকদের উপর 'নির্দ্ধারিত শাস্তি' প্রতিষ্ঠা করতাম। একারণে অভিজাতদের মধ্যে যিনা অবাধে চলতে থাকে। এমনকি একদা বাদশাহ্‌র চাচাত ভাই যিনায় লিপ্ত হয়ে গেলো। তখন আমরা তাকে পাথর বর্ষণ করিনি। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি আপন গোত্রের এক নারীর সাথে যিনা করলো। তখন বাদশাহ্ তাকে পাথর বর্ষণ করতে চাইলেন। তখন তার গোত্রীয়রা এর প্রতিবাদ জানালো এবং তারা বললো, "যতক্ষণ পর্যন্ত বাদশাহ্‌র (চাচাত) ভাইকে 'পাথর বর্ষণ'-এর শাস্তি দেয়া না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত একেও কখনো পাথর বর্ষণ করতে দেয়া হবেনা।" তখন আমরা একত্রিত হয়ে গরীব ও অভিজাত সবারই জন্য 'পাথর বর্ষণের' পরিবর্তে এ শাস্তির বিধান সাব্যস্ত করলাম যে, 'চল্লিশটা চাবুক মারা হবে এবং মুখে কালি মেখে গাধার উপর উল্টো দিকে বসিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানো হবে।'

৪২. বড় মিথ্যা শ্রবণকারী, বড়ই হারামখোর (১০৭)। সুতরাং তারা যদি আপনার নিকট হাযির হয় (১০৮) তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করুন অথবা তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন (১০৯)। এবং যদি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা (১১০)। আর যদি তাদের মধ্যে মীমাংসা করেন তবে ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করুন। নিশ্চয় ন্যায় বিচারককে আল্লাহ্ ভাল-বাসেন।

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ۚ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ۚ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩. এবং তারা আপনার নিকট কি করে বিচার চাইবে, অথচ তাদের নিকট তাওরীত রয়েছে, যার মধ্যে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মওজুদ রয়েছে (১১১)। এতদ্‌সত্ত্বেও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে (১১২) এবং তারা ঈমান আনয়নকারী নয়।

وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٣﴾

রুকূ' - সাত

৪৪. নিশ্চয় আমি তাওরীত অবতীর্ণ করেছি- তাতে পথ-প্রদর্শন এবং আলো রয়েছে; সেটার বিধানানুযায়ী ইহুদীদেরকে নির্দেশ দিতেন- আমার অনুগত নবীদের, আলিমদের ও ফিক্বহ্‌শাস্ত্রবিদগণ; এজন্য যে, তাদের থেকে আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষণাবেক্ষণ চাওয়া হয়েছিলো (১১৩);

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ

এটা শুনে ইহুদীরা অত্যন্ত ক্ষেপে গেলো। আর ইব্‌নে সূরিয়াকে বলতে লাগলো, "তুমি হযরতকে অতি তাড়াতাড়ি এ রহস্য সম্পর্কে অবহিত করে দিলে? আমরা তোমার যতটুকু প্রশংসা করেছি তুমি তার উপযুক্ত নও।" ইব্‌নে সূরিয়া বললো, "হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাকে তাওরীতের শপথ দিয়েছেন। যদি আযাব নাযিল হবার আশংকা আমার মধ্যে না থাক্‌তো তাহলে আমি তাঁকে কখনো এ সংবাদ দিতামনা।" এরপর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে উক্ত দু'জন যিনাকারীকে 'পাথর বর্ষণ' করা হলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (খাযিন)

টীকা-১০৭. এটা ইহুদীদের বিচারকদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যারা ঘুষ নিয়ে হারামকে হালাল করতো এবং শরীয়তের বিধানসমূহের পরিবর্তন সাধন করতো। মাস্‌আলাঃ ঘুষের লেনদেন হারাম। হাদীস শরীফে ঘুষ-দাতা ও ঘুষ-গ্রহীতা উভয়ের উপর অভিশম্পাত এসেছে।

টীকা-১০৮. অর্থাৎ কিতাবীগণ।

টীকা-১০৯. বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে ইখ্‌তিয়ার দেয়া হয়েছে। সুতরাং কিতাবীরা যদি তাঁর নিকট কোন মুকাদ্দমা নিয়ে আসে তবে তাঁর ইচ্ছা হলে বিচার-নিষ্পত্তি করবেন, নতুবা তা থেকে বিরত থাকবেন।

কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে যে, এ ইখ্‌তিয়ার প্রদান আয়াত وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ (এবং যদি বিচার-নিষ্পত্তি করেন তবে ন্যায় বিচার করুন!) দ্বারা রহিত (منسوخ) হয়ে গেছে। ইমাম আহমদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, "এসব আয়াতের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। কেননা, এ আয়াত 'ইখ্‌তিয়ার'- এর অর্থ প্রকাশ করছে এবং আয়াত وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ - এর মধ্যে নির্দেশের প্রকৃতির বিবরণ রয়েছে।" (খাযিন ও মাদারিক ইত্যাদি)।

টীকা-১১০. কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার রক্ষণাবেক্ষণকারী।

টীকা-১১১. কেননা, বিবাহিত পুরুষ ও স্বামীসম্পন্না নারী কর্তৃক কৃত যিনার শাস্তি 'পাথর বর্ষণ করে হত্যা' করা।

টীকা-১১২. এতদ্‌সত্ত্বেও যে, তাওরীতের উপর ঈমান আনার দাবীদারও। আর তাদের এটাও জানা আছে যে, তাওরীতে 'পাথর বর্ষণের' নির্দেশ রয়েছে। সেটা অমান্য করা এবং আপনার নবূয়তকে অস্বীকার করা সত্ত্বেও আপনার নিকট মীমাংসার প্রার্থী হওয়া অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা।

টীকা-১১৩. অর্থাৎ তাঁরা যেন সেটাকে আপন স্মৃতিপটেই হেফাযত করেন এবং সেটার শিক্ষাদানে যেন মগ্ন থাকেন, যাতে সেই কিতাব ভুলে না যান।

আর এর বিধানও যেন বিনষ্ট না হয়। (খাযিন)

মাস্‌আলাঃ তাওরীত মোতাবেক নবীগণের নির্দেশ দান, যা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহের যেসব বিধান আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল বর্ণনা করেছেন এবং যেগুলো পরিহার করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেননি, রহিতও হয়নি, সেগুলো আমাদের উপর অপরিহার্য। (জুমাল ও আবুস সাঊদ)

টীকা-১১৪. হে ইহুদীগণ! তোমরা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা ও গুণাবলী এবং 'পাথর বর্ষণ'-এর নির্দেশ, যা তাওরীতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, তা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে-

টীকা-১১৫. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিধানসমূহের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা যে কোন অবস্থায়ই নিষিদ্ধ- চাই তা লোকভয়ে হোক কিংবা তাদের অসন্তুষ্টির আশংকায় হোক, অথবা অর্থ, সম্মান ও ঘুষের লোভে হোক।

টীকা-১১৬. সেটাকে অস্বীকার করে, (ইব্‌নে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুমার উক্তি অনুসারে)

এবং তারা সেটার পক্ষে সাক্ষী ছিলো (১১৪)। মানুষকে ভয় করোনা এবং আমাকেই ভয় করো; এবং আমার আয়াতগুলোর পরিবর্তে হীন মূল্য নিওনা (১১৫) এবং যে সব লোক আল্লাহ্ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী নির্দেশ দেয়না (১১৬), তারাই কাফির।

৪৫. এবং আমি তাওরীতের মধ্যে তাদের উপর ওয়াজিব করেছিলাম (১১৭) যে, প্রাণের বদলে প্রাণ (১১৮), চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমসমূহের বদলে অনুরূপ বদলা (১১৯)। অতঃপর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণের মাধ্যমে 'ক্বিসাস' (প্রতিশোধের শাস্তি) গ্রহণ করে, তবে তা তার গুণাহ্ মোচন করে দেবে (১২০); এবং যেসব লোক আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী নির্দেশ দেয়না, তবে তারা যালিম।

৪৬. এবং আমি ঐ নবীগণের পশ্চাতে তাঁদের পদচিহ্নের উপর মারয়াম-তনয় ঈসাকে এনেছি তাওরীতের সমর্থকরূপে, যা তাঁর পূর্বে ছিলো (১২১) এবং আমি তাঁকে ইঞ্জীল দান করেছি, যার মধ্যে পথ-প্রদর্শন ও আলো রয়েছে এবং সমর্থন করছে তাওরীতের, যা তাঁর পূর্বে ছিলো এবং পথ-নির্দেশ (১২২) ও উপদেশ খোদাভীরুদের জন্য।

وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ
وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا
قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ
بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ
يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ
مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ التَّوْرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ
فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾

টীকা-১১৭. এ আয়াতে যদিও এ বিবরণ রয়েছে যে, তাওরীতে ইহুদীদের জন্য 'ক্বিসাস'-এর এ বিধানই ছিলো। কিন্তু যেহেতু আমাদেরকে সেটা পরিহার করার নির্দেশ দেয়া হয়নি, সেহেতু আমাদের উপর সেসব বিধান পালন করা অপরিহার্য হবে। কেননা, পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোতে যেসব বিধান, খোদা ও রসূলের বিবরণের মাধ্যমে আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং রহিত হয়নি, সেগুলো আমাদের উপর অপরিহার্য হয়ে থাকে। যেমন- উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো।

টীকা-১১৮. অর্থাৎ যদি কেউ কাউকে হত্যা করে, তবে তার জান নিহত ব্যক্তির বদলায় ধর্তব্য- চাই সেই নিহত ব্যক্তি পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক; স্বাধীন হোক কিংবা গোলাম; মুসলিম হোক কিংবা যিম্মী।

শানে নুযূলঃ হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা থেকে বর্ণিত, পুরুষকে নারীর বদলে হত্যা করা হতোনা। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (মাদারিক)

টীকা-১১৯. অর্থাৎ সদৃশ এবং সমতুল্য হবার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

টীকা-১২০. অর্থাৎ যেই ঘাতক অথবা অপরাধী স্বীয় অপরাধের উপর অনুশোচনা করে, নির্দেশ অমান্য করার অশুভ পরিণতি থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় স্বেচ্ছায় নিজের উপর শরীয়তের শাস্তি-বিধান কার্যকর করিয়ে নেয়, তবে এ 'ক্বিসাস' (প্রতিশোধমূলক শাস্তি) তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত (কাফ্‌ফারা) হয়ে যাবে এবং আখিরাতে তাকে শাস্তি দেয়া হবেনা। (জালালাঈন ও জুমাল)

কোন কোন তাফসীরকারক এর অর্থ এটাই বর্ণনা করেছেন যে, যে হকদার 'ক্বিসাস' ক্ষমা করে দেয়, এ ক্ষমা করা তার জন্য কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। (মাদারিক)

তাফসীর-ই-আহমদীতে বর্ণিত হয় যে, এ সমস্ত 'ক্বিসাস' তখনই অপরিহার্য হবে যখন তার হকদার তা ক্ষমা না করে। যদি সে ক্ষমা করে দেয় তবে 'ক্বিসাস' বাতিল হয়ে যায়।

টীকা-১২১. তাওরীতের বিধানগুলোর বর্ণনার পর ইঞ্জীলের বিধানাবলীর বিবরণ আরম্ভ হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম তাওরীতের সমর্থক ও সত্যায়নকারী ছিলেন যে, তা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ কিতাব; রহিত হবার পূর্বে সেটা অনুসারে আমল করা আবশ্যক ছিলো। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর শরীয়তে এর কোন কোন বিধান রহিত হয়ে গেছে।

টীকা-১২২. এ আয়াতে ইঞ্জীলের জন্য 'هُدًى' (পথ-প্রদর্শন) পদটা দু'জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম স্থানে 'ভ্রান্তি ও মূর্খতা থেকে রক্ষা

করার জন্য পথ প্রদর্শন' বুঝানো হয়েছে, অপর স্থানে ' هُدًى ' (পথ-প্রদর্শন) 'নবীকুল সরদার আল্লাহ্‌র হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমনের সুসংবাদ' বুঝানো হয়েছে, যা হুযূর (দঃ)-এর নবূয়তের দিকে মানুষের পথ-প্রাপ্তিরই উপায়।

وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. এবং এটাই উচিৎ যে, ইঞ্জীলের অনুসারীরা নির্দেশ দেবে তদনুযায়ীই যা আল্লাহ্ সেটার মধ্যে অবতারণ করেছেন (১২৩)। এবং যারা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী নির্দেশ দেয় না, তারাই ফাসিক (আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্যকারী)।

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۚ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. এবং হে মাহবূব! আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সমর্থকরূপে (১২৪) এবং সেগুলোর সংরক্ষক ও সাক্ষীরূপে। সুতরাং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন (১২৫) তদনুসারে ফয়সালা করুন এবং হে শ্রোতা! তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করোনা নিজের নিকট আগত সত্যকে ত্যাগ করে। আমি তোমাদের সবার জন্য এক একটা শরীয়ত (আইন) এবং পথ রেখেছি (১২৬) এবং যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে একটা মাত্র উম্মতে (জাতি) পরিগত করে দিতেন; কিন্তু এটাই সাব্যস্ত হলো যে, যা কিছু তোমাদেরকে প্রদান করেছেন তা দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন (১২৭)। সুতরাং সৎ কার্যাদির দিকে তোমরা প্রতিযোগীতা করো! আল্লাহ্‌রই দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে।

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ۚ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. এবং এ'যে, হে মুসলমান! আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী বিচার-নিষ্পত্তি করো এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করোনা এবং তাদের থেকে বাঁচতে থাকো, যাতে কখনো তারা তোমার পদস্খলন না ঘটায় কোন বিধানের মধ্যে, যা তোমার প্রতি আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় (১২৮), তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তাদের কোন গুনাহ্‌র (১২৯) শাস্তি তাদেরকে ভোগ করাতে চান (১৩০); নিশ্চয় অনেক লোক নির্দেশ অমান্যকারী।

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. তবে কি তারা অন্ধকার যুগের বিচার-ব্যবস্থা কামনা করে (১৩১)? এবং আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিকতর ভাল কার বিচার-ব্যবস্থা আছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য?

টীকা-১২৩. অর্থাৎ- নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান আনার এবং তাঁর নবূয়তকে সত্য বলে মেনে নেয়ার নির্দেশ।

টীকা-১২৪. যা এর পূর্বে নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর প্রতি নাযিল হয়েছিলো

টীকা-১২৫. অর্থাৎ যখন কিতাবী সম্প্রদায় স্বীয় মুকাদ্দমাসমূহ আপনার প্রতি রুজু করে, তখন আপনি ক্বোরআন পাক অনুযায়ী মীমাংসা করুন!

টীকা-১২৬. অর্থাৎ বিধানাবলীর ধারা-উপধারা এবং কর্মপদ্ধতি প্রত্যেকের স্বতন্ত্র এবং দ্বীনের মৌলিক নীতিমালা সবার এক। হযরত আলী মুর্তাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) বলেছেন, "ঈমান হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের যুগ থেকে ছিলো- ' لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ '-এর সাক্ষ্য দেয়া এবং যা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এসেছে তা স্বীকার করা। আর শরীয়ত (বিধানাবলী) এবং অনুসৃত ও গৃহীত কর্ম-পদ্ধতি প্রত্যেক উম্মতের আলাদা আলাদা ছিলো।'

টীকা-১২৭. এবং পরীক্ষায় অবতীর্ণ করবেন, যাতে একথা প্রকাশ পায় যে, প্রত্যেক যুগের উপযোগী যেই বিধানাবলী দেয়া হয়েছে, সেগুলোর উপর তোমরা এ দৃঢ় বিশ্বাস ও আক্বীদা সহকারে আমল করছো যে, এগুলোর প্রভেদ আল্লাহ্‌রই ইচ্ছা অনুসারে, পূর্ণাঙ্গ প্রজ্ঞা এবং ইহ ও পরকালীন বহু ফলদায়ক মঙ্গলের উপরই প্রতিষ্ঠিত কিংবা সত্যকে ত্যাগ করে রিপুর কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করছো! (তাফসীর-ই-আবুস্ সাঊদ)।

টীকা-১২৮. আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ বিধান থেকে,

টীকা-১২৯. যাদের মধ্যে এ মুখ-ফিরিয়ে নেয়ার অভ্যাসও রয়েছে

টীকা-১৩০. ইহ জগতে হত্যা, কারাবন্দী এবং দেশান্তর করা সহকারে; আর সমস্ত গুণাহ্‌র শাস্তি পরকালে দেবেন।

টীকা-১৩১. যা আদ্যোপান্ত ভ্রান্তি, যুলুম ও আল্লাহ্‌র নির্দেশের পরিপন্থীই ছিলো।

শানে নুযূলঃ বনী নযীর ও বনী ক্বোরায়যাহ্- ইহুদীদের দু'টি গোত্র ছিলো। তাদের মধ্যে পরস্পর হত্যাযজ্ঞ চলতে থাক্‌তো। যখন বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু

তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মদীনা তৈয়্যবাহয় তাশরীফ আনয়ন করলেন, তখন এসব লোক তাদের মুকাদ্দমা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করলো। বনী ক্বোরায়যা বললো, "বনী নযীর আমাদের ভাই। আমরা এবং তারা একই পিতামহের বংশধর, একই ধর্মের অনুসারী, একই কিতাব (তাওরীত)কেই মান্য করি। কিন্তু যখন বনী নযীর আমাদের মধ্য থেকে কাউকে হত্যা করে, তখন তার খুনের বদলে তারা আমাদেরকে 'সত্তর ওয়াসাক্ব' ★ খেজুর দিয়ে থাকে। আর যদি আমাদের মধ্য থেকে কেউ তাদের কাউকে হত্যা করে তখন তার খুনের বদলে তারা আমাদের নিকট থেকে একশ চল্লিশ 'ওয়াসাক্ব' খেজুর গ্রহণ করে। আপনি এর ফয়সালা করে দিন!"

হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, "আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, বিচারে ক্বোরায়যাহ্ এবং নযীর সম্প্রদায়দ্বয়ের খুনের বদলা সমান। কারো উপর অপরের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।" এর উপর বনী নযীর অত্যন্ত ক্ষেপে গেলো এবং বলতে লাগলো, "আমরা আপনার বিচারে সন্তুষ্ট নই। আপনি আমাদের শত্রু। আপনি আমাদের মানহানি করতে চান।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং বলা হয়েছে, "তোমরা কি মূর্খতার যুগের ভ্রষ্টতা ও অত্যাচারের বিধান কামনা করো?"

টীকা-১৩২. মাস্আলাঃ এ আয়াতের মধ্যে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা, তাদের সাহায্য করা, তাদের থেকে সাহায্য চাওয়া এবং তাদের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ নির্দেশ ব্যাপক, যদিও আয়াতটার অবতরণ কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়েছে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ হযরত ওবাদাহ্ ইব্‌নে সামেত সাহাবী এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উবাই ইব্‌নে সুলূল-এর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যে মুনাফিকদের সরদার ছিলো। হযরত ওবাদাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরয করলেন, "ইহুদীদের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু রয়েছে, যারা খুবই প্রভাবশালী ও শক্তিশালী লোক। এখন আমি তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে নারায এবং আল্লাহ্ ও রসূল ব্যতীত আমার অন্তরে অন্য কারো বন্ধুত্বকে স্থান দেয়ার অবকাশ নেই।" এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উবাই বললো, "আমিতো ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে নারায হ'তে পারিনা। ভবিষ্যতে আমার বিপদাপদের আশংকা রয়েছে এবং তাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব রাখা আবশ্যক।" হুযূর বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তার উদ্দেশ্যে এরশাদ ফরমালেন, "ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক রাখা তোমারই কাজ, এটা ওবাদার কাজ নয়।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (খাযিন)

রুকূ' - আট

৫১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা (১৩২)। তারা পরস্পরের বন্ধু (১৩৩) এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত (১৩৪)। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অন্যায়কারীদেরকে পথ দেখান না (১৩৫)।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

৫২. এখন আপনি তাদেরকে দেখবেন যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে (১৩৬) যে, তারা ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি ধাবিত হচ্ছে এ বলে যে, 'আমরা আশংকা করছি যে, আমাদের উপর কোন বিপদ এসে যাবে (১৩৭)।'

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ

মানযিল - ২

টীকা-১৩৩. এ থেকে বুঝা গেলো যে, কাফির যে কেউ হোক না কেন, তাদের মধ্যে যতই বিরোধ থাকুকনা কেন, মুসলমানদের মুক্বাবিলায় তারা সবাই এক- اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَّاحِدَةٌ অর্থাৎ- 'কুফর' বলতেই একটা মাত্র ধর্ম।' (মাদারিক)

টীকা-১৩৪. এর মধ্যে এমর্মে অতি কঠোরতা ও তাকীদ রয়েছে যে, মুসলমানদের জন্য ইহুদী, খৃষ্টান এবং প্রত্যেক দ্বীন-ইসলাম-বিরোধী (চক্র) থেকে আলাদা ও পৃথক থাকা আবশ্যক। (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-১৩৫. যে ব্যক্তি কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে নিজের আত্মার উপর যুল্‌ম করে। হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সচিব ছিলো একজন খৃষ্টান। হযরত আমীরুল মু'মিনীন ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, "খৃষ্টানের সাথে কিসের সম্পর্ক? তুমি কি এ আয়াত শরীফ শোনোনি? يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ الْآيَة

(অর্থাৎ- হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা .... আল-আয়াত।)

তিনি আরয করলেন, "তার দ্বীন তো তারই সাথে, আমারতো তার লেখার কাজই উদ্দেশ্য।" আমীরুল মু'মিনীন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, "আল্লাহ্ তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন। তুমি তাদেরকে সম্মান দিওনা। আল্লাহ্ তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। তুমি তাদেরকে কাছে টেনে নিওনা।" হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরয করলেন, "সে ব্যতীত বসরা সরকারের কাজ পরিচালনা করা দুষ্কর। অর্থাৎ এ প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হয়ে তাকে রেখেছি। যেহেতু তার সমতুল্য যোগ্য ব্যক্তি এখনো মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছেনা।" এরপর হযরত আমীরুল মু'মিনীন বললেন, "খৃষ্টান মরে গেলো, তখন কি সরকারী কাজ বন্ধ হয়ে যাবে? অর্থাৎ মনে করো, সে মরে গেলো। তখন যে ব্যবস্থা করতে তা এখনই করো এবং তার দ্বারা কখনো কাজ নিওনা। এটাই শেষ কথা।" (খাযিন)

টীকা-১৩৬. অর্থাৎ- মুনাফিকী

টীকা-১৩৭. যেমন- আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উবাই মুনাফিক বলেছিলো।

★ এক ওয়াসাক্ব = প্রায় সাড়ে ছয় মণ।

টীকা-১৩৮. এবং স্বীয় রসূল মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সফলকাম ও বিজয়ী করবেন এবং তাঁর দ্বীনকে সমস্ত দ্বীনের উপর প্রাধান্য দেবেন। আর মুসলমানদেরকে তাদের দুশমন ইহুদী ও খৃষ্টান ইত্যাদি কাফিরদের উপর বিজয় দান করবেন। সুতরাং এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হলো এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে, মক্কা মুকার্‌রমাহ্ ও ইহুদীদের শহরগুলো বিজিত হলো। (খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-১৩৯. যেমন- হিযায ভূমি (মক্কা, মদীনা ও ইয়েমেন)-কে ইহুদী থেকে মুক্ত করা, সেখানে তাদের নাম-নিশানা নিশ্চিহ্ন করা অথবা মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিয়ে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা। (খাযিন ও জালালাঈন)

টীকা-১৪০. অর্থাৎ মুনাফিকী অথবা মুনাফিকদের এ ধারণা যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের বিরুদ্ধে সফলকাম হবেন না।

টীকা-১৪১. মুনাফিকদের স্বরূপ উন্মোচিত হবার পর

فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَاۤ اَسَرُّوْا فِىْۤ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

সুতরাং এটা নিকটে যে, আল্লাহ্ বিজয় এনে দেবেন (১৩৮) অথবা নিজের নিকট থেকে কোন নির্দেশ (১৩৯); অতঃপর ঐসব জিনিষের উপর, যেগুলো তারা তাদের অন্তরসমূহের মধ্যে গোপন করছিলো (১৪০), অনুশোচনা করতে থাকবে।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَهٰۤؤُلَاۤءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. এবং (১৪১) ঈমানদারগণ বলছে, 'এরা কি তারাই, যারা আল্লাহ্‌র নামে (এ মর্মে) শপথ করেছিলো, স্বীয় শপথের মধ্যে পূর্ণ প্রচেষ্টা সহকারে যে, তারা তোমাদের সাথেই আছে?' তাদের কী রইলো? সবইতো বিনষ্ট হলো। সুতরাং তারা ক্ষতির মধ্যেই রয়ে গেলো (১৪২)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗۤ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَاۤئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٤﴾

৫৪. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে (১৪৩), তখন অনতিবিলম্বে আল্লাহ্ এমন সব লোককে নিয়ে আস্‌বেন, যারা আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র এবং আল্লাহ্‌ও তাদের নিকট প্রিয়; তারা মুসলমানদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবেনা (১৪৪); এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাকে চান তিনি দান করেন এবং আল্লাহ্ বিস্তৃতিময়, সর্বজ্ঞ।

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا

৫৫. তোমাদের বন্ধু নয়, কিন্তু আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল ও ঈমানদারগণ (১৪৫),

টীকা-১৪২. অর্থাৎ দুনিয়ার মধ্যে লাঞ্ছিত ও অপমানিত এবং আখিরাতে চিরস্থায়ী শাস্তির উপযোগী হয়ে রইলো।

টীকা-১৪৩. কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও তাদের সাহায্য করা ধর্মদ্রোহীতা ও ধর্মত্যাগেরই নামান্তর। এর নিষেধ ঘোষণার পর ধর্মত্যাগীদের কথা উল্লেখ করেন এবং ধর্মত্যাগী হবার পূর্বেই লোকদের ধর্মত্যাগী হবার পূর্বাভাষ দিয়ে দেন। সুতরাং এ খবর সত্য প্রমাণিত হয় এবং অনেক লোক ধর্মত্যাগী হয়ে যায়।

টীকা-১৪৪. এসব গুণাবলী যাঁদের, তাঁরা কারা? এ প্রসঙ্গে কয়েকটা অভিমত রয়েছে। হযরত আলী মুর্তাদা, হযরত হাসান ও ক্বাতাদাহ্ বলেছেন, "এ সব লোক হচ্ছেন- 'হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব এবং তাঁর সাথীগণ যাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পর ধর্মত্যাগী ও যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন।"

আয়ায্ ইবনে গানাম আশ্'আরী থেকে বর্ণিত, যখন এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছিলো, তখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু সম্বন্ধে বলেছিলেন, "এঁরা তাঁর গোত্রের লোক।" অপর এক অভিমত এও আছে যে, এঁরা হচ্ছেন ইয়েমেনবাসী, যাঁদের প্রশংসা বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে।

সুদ্দীর অভিমত হচ্ছে- এসব লোক হলেন- 'আন্‌সার'; যাঁরা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমত করেছেন।

বস্তুতঃ এসব অভিমতের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। কারণ, ঐ সব হযরতই এসব গুণে গুণান্বিত হওয়া শুদ্ধ।

টীকা-১৪৫. যাদের সাথে সহযোগিতা করা হারাম তাদের উল্লেখ করার পর সেসব লোকের বর্ণনা দেয়া হয়, যাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা ওয়াজিব (আবশ্যক)।

শানে নুযূলঃ হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেছেন, "এ আয়াত হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সালাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। তিনি বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের গোত্র ক্বোরায়যাহ্ এবং নযীর আমাদেরকে ত্যাগ করেছে এবং এমর্মে শপথ করেছে যে, আমাদের সাথে উঠাবসা করবেনা।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সালাম বলেন, "আমি সন্তুষ্ট আল্লাহ্ প্রতিপালক হবার উপর, তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নবী হবার উপর এবং মু'মিনগণ বন্ধু হবার উপর।" আর আয়াতের এ নির্দেশ সমস্ত মু'মিনদের বেলায় প্রযোজ্য। সবই একে অপরের বন্ধু।

টীকা-১৪৬. وَهُمْ رَاكِعُوْنَ (এবং তারা আল্লাহ্‌র সম্মুখে বিনত)- এ বাক্যটার দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যথা-

এক) এটা পূর্ববর্তী বাক্যসমূহের সাথে সম্পৃক্ত (معطوف) এবং দুই) এটা 'অবস্থা ব্যক্তকারী' (حال)।

প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটা অধিকতর স্পষ্ট এবং মজবুত। হযরত অনুবাদক (কুদ্দিসা সিররুহু)-এর অনুবাদও এ ব্যাখ্যাটার সহায়ক। (حَمْل عَنِ السَّمِيْن)

শেষোক্ত ব্যাখ্যায় আবার দু'টি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে; একটা হচ্ছে- বাক্যটা পূর্বোল্লেখিত يُقِيْمُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ-এ দু'টি ক্রিয়াপদের কর্তার অবস্থা ব্যক্তকারী। তখন অর্থ এ দাঁড়াবে যে, 'তারা বিনয় সহকারে একাগ্রচিত্তে নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে।' (তাফসীর-ই-আবুস সাঊদ)

অপরটা হচ্ছে শুধু يُؤْتُوْنَ ক্রিয়াপদের কর্তার অবস্থা ব্যক্তকারী (حال)। তখন অর্থ দাঁড়াবে- 'তারা নামায কায়েম করে এবং বিনত হয়ে যাকাত প্রদান করে।' (জুমাল)

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٥٦﴾

যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্‌রই সামনে বিনত হয় (১৪৬)।

৫৬. এবং যেসব লোক আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং মুসলমানদেরকে স্বীয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌রই দল বিজয়ী হয়।

রুকূ' - নয়

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. হে ঈমানদারগণ! যে সব লোক তোমাদের দ্বীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করেছে (১৪৭) সেসব লোকের মধ্যে যাদেরকে তোমাদের পূর্বে (আসমানী) কিতাব দেয়া হয়েছে এবং কাফিরগণও (১৪৮); তাদের মধ্য থেকে কাউকেও নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো যদি ঈমান রেখে থাকো (১৪৯)।

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. এবং যখন তোমরা নামাযের জন্য আযান দাও তখন তারা সেটাকে হাসি ও খেলায় পরিণত করে (১৫০)। এটা এজন্য যে, তারা নিরেট বোধশক্তিহীন লোক (১৫১)।

কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত হযরত আলী মুর্তাদা (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু)-এর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে; যিনি নামাযের মধ্যে ভিখারীকে আংটি দান করেছিলেন। বস্তুতঃ আংটিখানা আঙ্গুল মুবারকে ঢিলাভাবে লাগানো ছিলো। 'আমলে কাসীর' (এ পরিমাণ নামায-বহির্ভূত কাজ যাতে নামায ভঙ্গ হয়) ছাড়াই আঙ্গুল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর 'তাফসীর-ই-কবীর'-এর মধ্যে এটার তীব্র খণ্ডন করেন এবং এটার বাতুলতার উপর অনেক দলীল স্থির করেন।

টীকা-১৪৭. শানে নুযূলঃ রিফা'আহ্ ইব্‌নে যায়দ ও সুয়ায়দ ইব্‌নে হারিস উভয়ে ইস্‌লাম প্রকাশ করার পর মুনাফিক হয়ে গিয়েছিলো। কোন কোন মুসলমানের তাদের সাথে বন্ধুত্ব ছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত শরীফ নাযিল করে একথা বলে দিলেন যে, মুখে ইস্‌লাম প্রকাশ করা এবং অন্তরের মধ্যে কুফর গোপন করে রাখা দ্বীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুতে পরিণত করার নামান্তর।

টীকা-১৪৮. অর্থাৎ বোত্-পূজারী অংশীবাদীগণ, যারা কিতাবী সম্প্রদায় অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর।

টীকা-১৪৯. কেননা, খোদার দুশ্‌মনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা ঈমানদারের কাজ নয়।

টীকা-১৫০. শানে নুযূলঃ কাল্‌বীর অভিমত হচ্ছে- যখন আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মুয়াযযিন নামাযের জন্য আযান দিতেন এবং মুসলমানগণ নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিতেন তখন ইহুদীগণ তা নিয়ে হাস্য ও উপহাস করতো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। সুদ্দীর অভিমত হচ্ছে- মদীনা তৈয়্যেবায় যখন মুয়াযযিন আযানের মধ্যে اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ("আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ও "আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ") বলতো, তখন এক খৃষ্টান একথা বলতো, "জ্বলে যাক মিথ্যুক।" এক রাতে তার সেবক আগুন আন্‌লো এবং তার ঘরের লোকেরা ঘুমাচ্ছিলো। আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ উড়লো এবং সেই খৃষ্টান ও তার ঘরের লোকেরা এবং সম্পূর্ণ ঘরটা জ্বলে গেলো।

টীকা-১৫১. যারা এমন নির্বোধ ও মূর্খ সুলভ আচরণ করে। এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, 'আযান' ক্বোরআন মজীদের সুস্পষ্ট বর্ণনা (দলীল) থেকেই প্রমাণিত।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ۝

৫৯. আপনি বলে দিন, 'হে কিতাবীরা! তোমাদের নিকট আমাদের কি মন্দ লেগেছে? এটা নয় কি যে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর এবং সেটার উপর, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেটার উপর, যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে (১৫২)?' এবং এই যে, তোমাদের মধ্যে অনেকেই হুকুম অমান্যকারী।

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝

৬০. আপনি বলে দিন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলে দেবো যা আল্লাহ্‌র নিকট এ থেকে আরো নিকৃষ্টতর পর্যায়ে আছে (১৫৩)? ঐ সব লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ অভিশম্পাত করেছেন, যাদের উপর তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতেককে করেছেন বানর ও শূকর (১৫৪) এবং শয়তানের পূজারীরা, তাদের ঠিকানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট (১৫৫) এবং তারা সরল পথ থেকে সর্বাধিক বিচ্যুত।'

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ۝

৬১. এবং তারা যখন তোমাদের নিকট আসে (১৫৬) তখন বলে, 'আমরা মুসলমান'; এবং তারা আসার সময়ও কাফির ছিলো এবং যাওয়ার সময়ও কাফির এবং আল্লাহ্ খুব জানেন যা তারা গোপন করছে।

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

৬২. এবং তাদের (১৫৭) মধ্যে আপনি অনেককে দেখবেন যে, তারা পাপ, সীমালংঘন এবং নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণের দিকে ধাবিত হচ্ছে (১৫৮); নিশ্চয় (তারা) অতিমাত্রায় মন্দ কাজ করে।

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝

৬৩. তাদেরকে কেন নিষেধ করেনা তাদের পাদ্রীগণ এবং দরবেশগণ পাপের কথা বলতে এবং অবৈধ ভক্ষণ করতে? তারা নিঃসন্দেহে খুবই মন্দ কাজ করছে (১৫৯)।

মানযিল - ২

টীকা-১৫২. শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের একটা দল বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে বললো, "আপনি নবীগণের মধ্য থেকে কাকে কাকে মানেন?" এ প্রশ্নে তাদের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, 'আপনি যদি হযরত ঈসাকে (আলায়হিস্ সালাম) স্বীকৃতি না দেন তবে তারা আপনার উপর ঈমান আনবে।' কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর জবাবে এরশাদ ফরমালেন, "আমি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখি এবং সেটার উপর, যা তিনি আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন এবং যা হযরত ইব্রাহীম, ইস্মাঈল, ইস্হাক্, য়া'কুব ও তাঁদের বংশধরদের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং যা হযরত ঈসা ও হযরত মূসা (আলায়হিমাস্ সালাম)-কে প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ-তাওরীত ও ইঞ্জীল; এবং যা কিছু অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রদান করা হয়েছে- সব কিছুকে মানি। আমি নবীগণের মধ্যে পার্থক্য করিনা যে, কাউকেও মানবো, আবার কাউকে মানবোনা।"

যখন তারা একথা বুঝতে পারলো যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর নবূয়তকেও মানেন, তখন তারা (ইহুদীগণ) তাঁর (হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নবূয়তকে অস্বীকার করে বসলো। আর বলতে লাগলো, "যিনি ঈসাকে মানেন, তাঁর উপর আমরা ঈমান আনবোনা।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৫৩. অর্থাৎ- এ সত্য দ্বীনের অনুসারীদেরকেতো তোমরা নিছক স্বীয় গোঁড়ামী ও শত্রুতার কারণেই মন্দ বলছো এবং তোমাদের উপর আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন এবং ক্রোধান্বিত হয়েছেন। আর আয়াতে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা যদি তোমাদের অবস্থাই হয় তবে তোমরাইতো সর্বনিকৃষ্ট পর্যায়ে রয়েছো। সুতরাং তোমরা নিজেরা অন্তরের মধ্যে কিছু চিন্তা-ভাবনা করো।

টীকা-১৫৪. তাদের আকৃতি পরিবর্তিত করে

টীকা-১৫৫. আর সেটা হচ্ছে জাহান্নাম।

টীকা-১৫৬. শানে নুযূলঃ এ আয়াত ইহুদীদের একটা দল সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হয়ে নিজেদের ঈমান ও নিষ্ঠার কথা প্রকাশ করেছিলো। আর 'কুফর' ও 'ভ্রান্তি'-কে গোপন করে রেখেছিলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত শরীফ নাযিল করে স্বীয় হাবীব (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)- কে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন।

টীকা-১৫৭. অর্থাৎ ইহুদী সম্প্রদায়।

টীকা-১৫৮. 'গুনাহ্' প্রতিটি আদেশ-নিষেধ অমান্য করাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। কোন কোন মুফাস্সিরের অভিমত হচ্ছে- 'গুনাহ্' মানে- তাওরীতের বিষয়বস্তুসমূহ গোপন করা এবং তাতে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যে সব সৌন্দর্য ও গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো গোপন করা। আর 'সীমালংঘন' (عُدْوَان) দ্বারা 'তাওরীত'-এর মধ্যে নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু পরিবর্তন করা এবং 'হারামখুরী' দ্বারা ঘুষ ইত্যাদি (গ্রহণ করা) বুঝানো হয়েছে। (খাযিন)

টীকা-১৫৯. অর্থাৎ- তারা লোকজনকে পাপাচারে এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়না।

মাস্আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, উপদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়া আলিম সম্প্রদায়ের উপর ওয়াজিব। আর যে ব্যক্তি অন্যায় থেকে বিরত

৬৪. এবং ইহুদীগণ বললো, 'আল্লাহ্‌র হাত রুদ্ধ' (১৬০); তাদের হাত রুদ্ধ হোক (১৬১)! এবং তাদের উপর এটা বলার কারণে অভিশম্পাত করা হয়েছে; বরং তাঁর হাত প্রশস্ত (১৬২); (তিনি) দান করেন যাকে চান (১৬৩)। এবং হে মাহ্‌বূব! এটা (১৬৪), যা আপনারই প্রতি আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তাদের মধ্যে অনেকের ধর্মদ্রোহীতা ও কুফরের উন্নতি হবে (১৬৫)। এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে আমি ক্বিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঢেলে দিয়েছি (১৬৬), যখনই তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে তখনই আল্লাহ্ তা নির্বাপিত করেন (১৬৭) এবং তারা ভূ-পৃষ্ঠে ধ্বংস করার জন্য দৌড়ে বেড়ায়। আর আল্লাহ্ ধ্বংস সাধনাকারীদের ভালবাসেন না।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫. এবং যদি কিতাবীগণ ঈমান আন্‌তো এবং খোদাভীরু হতো, তবে অবশ্যই আমি তাদের পাপ অপনোদন করতাম এবং নিশ্চয় তাদেরকে শান্তির কাননে নিয়ে যেতাম।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٦٥﴾

৬৬. এবং যদি তারা প্রতিষ্ঠিত রাখতো তাওরীত ও ইঞ্জীলকে (১৬৮) এবং যা কিছু তাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে (১৬৯), তবে তারা জীবিকা পেতো উপরের দিক থেকে এবং পায়ের নীচে থেকে (১৭০)। তাদের মধ্য থেকে এক দল মধ্যপন্থী রয়েছে (১৭১); এবং তাদের মধ্যে অনেকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ করছে (১৭২)।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٦﴾

রুকূ' - দশ

৬৭. হে রসূল! পৌঁছিয়ে দিন যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে (১৭৩);

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

করা ছেড়ে দেয় এবং অন্যায় কাজে বাধাদান থেকে বিরত থাকে সেও পাপাচারীদের অন্তর্ভূক্ত।

টীকা-১৬০. অর্থাৎ 'মা'আযাল্লাহ্', তিনি কৃপণ!

শানে নুযূলঃ হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেছেন, 'ইহুদীগণ খুবই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় ও সম্পদশালী ছিলো। যখন তারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবূয়তকে অস্বীকার করলো এবং তাঁর বিরোধিতা আরম্ভ করলো তখন থেকে তাদের জীবিকা হ্রাস পেলো। তখন ফিন্‌হাস নামক ইহুদী বললো, "আল্লাহ্‌র হাত বাঁধা"। অর্থাৎ 'মা'আযাল্লাহ্', তিনি রিয্‌ক্বদানে এবং ব্যয় করার কার্পণ্য করেন। তার একথার বিরুদ্ধে কোন ইহুদী প্রতিবাদ করলোনা; বরং তারা সন্তুষ্ট রইলো। এ কারণে এটাকে সবারই উক্তি হিসেবে স্থির করা হয়েছে এবং এ আয়াত শরীফ তাদেরই প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে।

টীকা-১৬১. সংকীর্ণতা দ্বারা এবং দান-দক্ষিণা থেকে। এ উক্তির প্রতিক্রিয়া এ হলো যে, ইহুদীরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অধিক কৃপণ হয়ে গেলো।

অথবা এ অর্থ যে, তাদের হাত জাহান্নামের মধ্যে বাঁধা হবে এবং এমতাবস্থায়ই তাদেরকে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, তাদের অহেতুক উক্তি এবং অশালীন আচরণের শাস্তি স্বরূপ।

টীকা-১৬২. তিনি দানশীল ও দাতা;

টীকা-১৬৩. অর্থাৎ নিজ প্রজ্ঞানুযায়ী। এর মধ্যে কারো আপত্তির অবকাশ নেই।

টীকা-১৬৪. ক্বোরআন শরীফ,

টীকা-১৬৫. অর্থাৎ- যতই ক্বোরআন পাক অবতীর্ণ হতে থাকবে ততই তাদের হিংসা-বিদ্বেষও বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং তারা সেটার সাথে কুফর ও গোঁড়ামীর মধ্যে বাড়তে থাকবে।

টীকা-১৬৬. তারা সর্বদা পরস্পর বিবাদময় থাকবে এবং তাদের অন্তরসমূহ কখনো মিলিত হবেনা।

টীকা-১৬৭. এবং তাদের সাহায্য করেন না। ফলে তারা লাঞ্ছিত হয়।

টীকা-১৬৮. এভাবে যে, নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান আন্‌তো এবং তাঁর অনুসরণ করতো; যেহেতু তাওরীত ও ইঞ্জীলে এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

টীকা-১৬৯. অর্থাৎ সমস্ত কিতাব, যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন; সবটিতে নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উল্লেখ রয়েছে এবং তাঁর উপর ঈমান আনার নির্দেশ রয়েছে।

টীকা-১৭০. অর্থাৎ জীবিকার প্রাচুর্য হতো এবং চতুর্দিক থেকেই পৌঁছতো।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, দ্বীনের যথাযথ অনুসরণ এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও নির্দেশ পালনের ফলে রিয্‌ক্বে প্রাচুর্য আসে।

টীকা-১৭১. সীমালংঘন করেনা। এরা ইহুদীদের মধ্যে ঐসব লোক, যারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছে।

টীকা-১৭২. যারা কুফরের উপর অটল রয়েছে।

টীকা-১৭৩. এবং কোন আশংকা করোনা।

টীকা-১৭৪. এবং কাফিরদের থেকে, যারা আপনাকে শহীদ করার কু-উদ্দেশ্য পোষণ করে। সফরসমূহের মধ্যে রাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে পাহারা দেয়া হতো। যখন এ আয়াত শরীফ নাযিল হলো তখন থেকে পাহারা প্রত্যাহার করা হলো। আর হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পাহারাদারদেরকে বললেন, "তোমরা চলে যাও। আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করবেন।"

وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾

এবং যদি এমন না হয় তবে আপনি তাঁর কোন সংবাদই পৌঁছালেন না। আর আল্লাহ্ আপনাকে রক্ষা করবেন মানুষ থেকে (১৭৪)। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্ কাফিরদেরকে সুপথ দেখান না।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

৬৮. আপনি বলে দিন! হে কিতাবী সম্প্রদায়! তোমরা কিছুই নও (১৭৫) যতক্ষণ না তোমরা প্রতিষ্ঠা করো তাওরীতকে ও ইঞ্জীলকে এবং যা কিছু তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে (১৭৬); এবং নিঃসন্দেহে, হে মাহবুব! যা আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তাদের মধ্যে অনেকের ঔদ্ধত্য ও কুফরের আরো উন্নতি হবে (১৭৭)। সুতরাং আপনি কাফিরদের জন্য কোন দুঃখ করবেন না।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. নিশ্চয় ঐ সব লোক, যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে (১৭৮) এবং অনুরূপভাবে, ইহুদী, নক্ষত্র পূজারীগণ এবং খৃষ্টানগণ; তাদের মধ্যে যে কেউ সরল অন্তরে আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামত-দিবসের উপর ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, তবে তাদের না থাকবে কোন ভয়, না কোন দুঃখ।

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. নিশ্চয়, আমি বনী-ইস্রাঈলের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি (১৭৯) এবং তাদের প্রতি রসূল প্রেরণ করেছি। যখনই কোন রসূল তাদের নিকট এমন কোন বাণী নিয়ে এসেছেন, যা তাদের মনঃপূত হয়নি (১৮০) তখন তারা একদলকে অস্বীকার করেছে এবং অন্য একদলকে তারা শহীদ করে (১৮১)।

وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾

৭১. এবং তারা মনে করেছিলো যে, 'তাদের কোন শাস্তি হবেনা (১৮২)'। ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিলো (১৮৩)। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবূল করেন (১৮৪)। পুনরায় তাদের মধ্যে অনেকে অন্ধ ও বধির হয়েগেছে এবং আল্লাহ্ তাদের কার্যকলাপ দেখছেন।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

৭২. নিঃসন্দেহে কাফির হয়েছে ঐসব লোক, যারা একথা বলে যে, 'আল্লাহ্ সেই মারয়ামের পুত্র মসীহই (১৮৫)'

টীকা-১৭৫. কোন দ্বীন ও ধর্মের মধ্যে নও

টীকা-১৭৬. অর্থাৎ ক্বোরআন পাক। ঐ সব কিতাবে বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর গুণাবলী ও প্রশংসা এবং তাঁর উপর ঈমান আনার নির্দেশ রয়েছে। যতক্ষণ না হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ঈমান আনবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাওরীত ও ইঞ্জীলকে প্রতিষ্ঠা করার দাবী করা সঠিক হবেনা।

টীকা-১৭৭. কারণ, যতই ক্বোরআন পাক নাযিল হতে থাকবে, ততই এরা অহংকার ও গোঁড়ামী বশতঃ সেটাকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করতে থাকবে।

টীকা-১৭৮. এবং অন্তরের মধ্যে ঈমান রাখেনা, মুনাফিক

টীকা-১৭৯. 'তাওরীত'-এ, যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান আনে এবং আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে কাজ করে।

টীকা-১৮০. এবং তারা যদি নবীগণের নির্দেশাবলীকে তাদের খেয়াল-খুশীর পরিপন্থী পায়, তবে তাঁদের মধ্য থেকে -

টীকা-১৮১. নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে অস্বীকার করার মধ্যে ইহুদী ও খৃষ্টান - উভয় সম্প্রদায়ই সমানভাবে অংশ নেয়; কিন্তু শহীদ করা বিশেষভাবে ইহুদীদের কাজ। তারা বহু সংখ্যক নবীকে শহীদ করেছে, যাঁদের মধ্যে হযরত যাকারিয়া ও হযরত য়াহ্য়া (আলায়হিমাস্ সালাম)-ও রয়েছেন।

টীকা-১৮২. এবং এমন জঘন্য অপরাধ করা সত্ত্বেও শাস্তি দেয়া হবেনা।

টীকা-১৮৩. সত্য দেখা ও শুনা থেকে। এটা তাদের চূড়ান্ত মূর্খতা ও কুফর এবং সত্যগ্রহণ করা থেকে চূড়ান্তভাবে বিরত থাকার বিবরণ।

টীকা-১৮৪. যখন তারা হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর পর তাওবা করেছিলো। এর পরে

টীকা-১৮৫. খৃষ্টানদের অনেক দল রয়েছে। তাদের মধ্য থেকে 'য়া'কূবিয়াহ্' ও 'মালকানিয়াহ্'- সম্প্রদায়দ্বয়ের এ মতবাদ ছিলো যে, তারা বলতো, "মারয়াম খোদা প্রসব করেছেন।" একথাও বলতো, "আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসার সত্তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন এবং তিনি তাঁর (হযরত ঈসা) সাথে এক হয়ে

গেছেন। সুতরাং ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-ও খোদা হয়ে গেছেন।" (তারা যা বলে থাকে আল্লাহ্ তার বহু ঊর্ধ্বে।) (খাযিন)

টীকা-১৮৬. এবং আমি তাঁর বান্দা; খোদা নই।

টীকা-১৮৭. এ উক্তিটা হচ্ছে- খৃষ্টানদের অপর দু'টি দল- 'মারকূসিয়াহ্' ও 'নাস্তূরিয়া'- এরই। অধিকাংশ তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- এ কথায় তারা এটাই বুঝাতে চায় যে, আল্লাহ্, মারয়াম এবং ঈসা তিন জনই খোদা হন, আর খোদা হওয়াটাও এসবের মধ্যে সমানভাবে শরীক। (নাঊযুবিল্লাহ্)

'ইল্‌মে কালাম' (علم الكلام)-বেত্তাগণ ★ বলেন, "খৃষ্টানরা বলে থাকে যে, পিতা, পুত্র এবং পবিত্রাত্মা- এ তিনটা মিলে এক খোদা। (নাঊযু বিল্লাহ্!)

এবং মসীহ্‌তো এটাই বলেছিলো, 'হে বনী ইস্রাঈল! আল্লাহ্‌রই ইবাদত করো, যিনি আমার প্রতিপালক (১৮৬) এবং তোমাদের প্রতিপালক।' নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র সাথে (কাউকে) শরীক সাব্যস্ত করে, তবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম; এবং অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

৭৩. নিঃসন্দেহে কাফির হয়েছে ঐসব লোক, যারা একথা বলে, 'আল্লাহ্ তিন খোদার মধ্যে তৃতীয়' (১৮৭); আর খোদাতো নেই, কিন্তু (আছেন) একমাত্র খোদা (১৮৮); এবং যদি তারা যা বলে তা থেকে নিবৃত্ত না হয় (১৮৯), তবে তাদের মধ্যে যারা কাফিররূপে মৃত্যুবরণ করবে তাদের নিকট নিশ্চয় বেদনাদায়ক শাস্তি পৌঁছবে।

৭৪. তবে কেন তারা প্রত্যাবর্তন করছেনা আল্লাহ্‌র দিকে? এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছেনা? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৭৫. মারয়াম-তনয় মসীহ্ নয়, কিন্তু একজন রসূল (১৯০)। তার পূর্বে বহু রসূল গত হয়েছে (১৯১) এবং তাঁর মাতা 'সিদ্দীক্বাহ্' (সত্যনিষ্ঠা) (১৯২)। তারা উভয়ে খাদ্যাহার করতো (১৯৩)। দেখোতো! আমি কেমন সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তাদের জন্য বর্ণনা করছি, অতঃপর দেখো তারা কিভাবে বিমুখ হয়ে যাচ্ছে;

৭৬. আপনি বলে দিন, 'তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত করছো যা তোমাদের না ক্ষতি করার মালিক, না উপকারের (১৯৪)? এবং আল্লাহ্‌ই শুনেন, জানেন।'

وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٤﴾

مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾

টীকা-১৮৮. না আছে তাঁর দ্বিতীয়, না তৃতীয়। তিনি 'ওয়াহ্‌দানিয়াৎ' (একত্ব)-এর গুণে গুণান্বিত। তাঁর কোন শরীক নেই। পিতা, পুত্র ও স্ত্রী - সবকিছু থেকে পবিত্র।

টীকা-১৮৯. তিন খোদায় বিশ্বাসী থাকে, 'তাওহীদ' (একত্ববাদ)-কেগ্রহণ করেনি।

টীকা-১৯০. তাঁকে 'আল্লাহ্' মানা ভুল, বাতিল এবং কুফর।

টীকা-১৯১. তাঁরাও মু'জিযার (অলৌকিক শক্তি) অধিকারী ছিলেন। এসব মু'জিযা তাঁদের নবূয়তের সত্যতারই প্রমাণবহ ছিলো। অনুরূপভাবে, হযরত মসীহ্ আলায়হিস্ সালামওরসূল। তাঁর মু'জিযাসমূহও তাঁর নবূয়তের প্রমাণ। তাঁকে রসূল হিসেবে বিশ্বাস করা চাই। যেমন, অন্যান্য নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে তাঁদের মু'জিযাসমূহেরভিত্তিতে খোদা মানা হয়না, অনুরূপভাবে, হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)- কেও খোদা সাব্যস্ত করোনা।

টীকা-১৯২. যিনি আপন প্রতিপালকের বাণীসমূহ এবং কিতাবসমূহের সত্যায়নকারীণী।

টীকা-১৯৩. এর মধ্যে খৃষ্টানদের খণ্ডন রয়েছে। যেহেতু, যিনি 'আল্লাহ্' হন, তিনি খাদ্যাহারের মুখাপেক্ষী হতে পারেন না। সুতরাং যে খাদ্যাহার করে, শরীর ধারণ করে এবং যেই শরীরের ক্ষয় হয়, আর খাদ্য সে ক্ষয়ের সম্পূরক হয়, সে কিভাবে আল্লাহ্ হতে পারে?

টীকা-১৯৪. এটা শির্ক খণ্ডনের অপরএক দলীল। এর সারবস্তু এইযে, ইলাহ্ (ইবাদতের উপযোগী) তিনিই হতে পারেন, যিনি লাভ ও লোকসান ইত্যাদি – প্রত্যেকটা বস্তুর উপর নিজস্ব ক্ষমতা ও অধিকার রাখেন। যে এমন নয় সে 'ইলাহ্' (উপাস্য) হতে পারেনা। হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) লাভ-ক্ষতির নিজস্ব ক্ষমতা রাখেন না। আল্লাহ্ তা'আলা মালিক করায় মালিক হয়েছেন। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ হবার বিশ্বাস পোষণ করা বাতিল।

★ যাঁদের দর্শনের ভিত্তি ক্বোরআন ও হাদীসই।

টীকা-১৯৫. ইহুদীদের সীমালংঘন তো এইযে, তারা হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর নবূয়তকেই স্বীকার করতোনা এবং খৃষ্টানদের সীমালংঘন হচ্ছে এইযে, তারা তাঁকে (হযরত ঈসা) উপাস্য সাব্যস্ত করে।

টীকা-১৯৬. অর্থাৎ স্বীয় বিধর্মী পিতা - পিতামহ প্রমুখের;

টীকা-১৯৭. 'আয়লা'র বাসিন্দাগণ যখন সীমালংঘন করলো এবং শনিবারে শিকার পরিহার করার যে নির্দেশ ছিলো তারই বিরোধিতা করলো, তখন হযরত দাউদ (আলায়হিস্ সালাম) তাদের উপর অভিসম্পাত করলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে বদ-দো'আ করলেন। তখন তাদেরকে বানর এবং শূকরের আকৃতিতে বিকৃত করে দেয়া হলো। 'মা-ইদাহ্-প্রাপ্তগণ' যখন অবতীর্ণ দস্তরখানার নি'মাতসমূহ খাওয়ার পর কুফর করেছে, তখন হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। ফলে, তারা শূকর ও বানর হয়ে গিয়েছিলো। তাদের সংখ্যা ছিলো পাঁচ হাজার। (জুমাল ইত্যাদি)

৭৭. আপনি বলুন, 'হে কিতাবীগণ! স্বীয় দ্বীনের মধ্যে অন্যায় বর্দ্ধিত করোনা (১৯৫) এবং এমন লোকদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করোনা (১৯৬); যারা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে দূরে সরে গেছে।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ
غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَآءَ قَوْمٍ
قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا
وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ۝٧٧

রুকূ' – এগার

৭৮. অভিশপ্ত হয়েছিলো ঐ সব লোক, যারা কুফর করেছিলো, বনী ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে, দাউদ এবং মরিয়াম-তনয় ঈসার ভাষায় (১৯৭)। এ-(১৯৮)-টা পরিণাম তাদের অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের।

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ
عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ
ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝٧٨

৭৯. যারা অন্যায় কাজ করতো, পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে বারণ করতোনা। তারা নিশ্চয়ই অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ করতো (১৯৯)।

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ
لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝٧٩

৮০. তাদের মধ্যে আপনি অনেককে দেখবেন যে, তারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করছে। কতই নিকৃষ্ট বস্তু নিজেদের জন্য নিজেরা অগ্রে প্রেরণ করেছে। এ'যে, তাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ হয়েছে এবং তারা শাস্তির মধ্যে চিরদিন থাকবে (২০০)।

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ
اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ
هُمْ خٰلِدُوْنَ ۝٨٠

৮১. এবং তারা যদি ঈমান আন্তো (২০১) আল্লাহ্ ও এ নবীর উপর এবং সেটার উপর, যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তবে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতোনা (২০২); কিন্তু তাদের মধ্যে তো অনেকে নির্দেশ অমান্যকারী।

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ
اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَ
لٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝٨١

কোন কোন মুফাস্সিরের অভিমত হচ্ছে এই যে, ইহুদীগণ তাদের পূর্ব-পুরুষদের নিয়ে গৌরব করতো এবং বলতো, "আমরা নবীগণের বংশধর।" এআয়াতে তাদেরকে বলা হয়েছে যে, সেই নবীগণই তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন।

অন্য এক অভিমত হচ্ছে যে, হযরত দাউদ ও হযরত ঈসা আলায়হিমাস্ সালাম তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন।

অপর এক অভিমত হচ্ছে এ'যে, হযরত দাউদ ও হযরত ঈসা আলায়হিমাস্ সালাম বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যারা ঈমান আনেনি তাদের এবং কাফিরদের উপর অভিসম্পাত করেছিলেন।

টীকা-১৯৮. অভিসম্পাত

টীকা-১৯৯. মাস্আলাঃ এআয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হলো যে, মন্দকাজ থেকে লোকজনকে বারণ করা ওয়াজিব এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়া থেকে বিরত থাকা মহাপাপ। তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে, যখন বনী ইস্রাঈল গুনাহর কাজে লিপ্ত হলো, তখন তাদের আলিমগণ প্রথমেতো তাদেরকে নিষেধ করলো। তারা যখন বিরত হয়নি তখন সেই আলিম সম্প্রদায়ও তাদের সাথে মিলিত হলো এবং পানাহারে ও উঠাবসায় তাদের সাথে শামিল হয়ে গেলো। তাদের এ নির্দেশ অমান্য করা এবং সীমালংঘন করার কুফল এ হলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ ও হযরত ঈসা (আলায়হিমাস্ সালাম)-এর মুখে তাদের উপর অভিসম্পাত করান।

টীকা-২০০. মাস্আলাঃ এ আয়াতে বুঝা গেলো যে, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও পরস্পর সাহায্য - সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া হারাম এবং আল্লাহ তা'আলার শাস্তিরই কারণ।

টীকা-২০১. সততা ও নিষ্ঠা সহকারে; মুনাফিকী ব্যতিরেকে

টীকা-২০২. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুশরিকদের সাথে ভালবাসা ও পরস্পর সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া মুনাফিকীরই চিহ্ন।

টীকা-২০৩. এ আয়াতে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা পবিত্রতম যুগ পর্যন্ত হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। আর হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হবার পর তাঁর নবূয়ত সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাঁর উপর ঈমান নিয়ে আসে।

শানে নুযূলঃ ইস্‌লামের প্রারম্ভিক যুগে যখন ক্বোরাঈশ গোত্রীয় কাফিরগণ মুসলমানদেরকে বহু কষ্ট দেয়, তখন সাহাবা কেরামের মধ্য থেকে এগারজন পুরুষ ও চারজন স্ত্রীলোক হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশে হাবশাহ্ (আবিসিনিয়া)-এর দিকে হিজরত করেছিলেন। ঐ সব হিজরতকারী হলেন- হযরত ওসমান গণি ও তাঁর পবিত্রা বিবি হযরত রুক্বিয়াহ্ বিন্‌তে রাসূলিল্লাহ্, হযরত যুবায়র, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসঊদ, হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে আ'উফ, হযরত আবূ হোযায়ফাহ্ ও তাঁর স্ত্রী হযরত সাহ্‌লাহ্ বিন্‌তে সুহায়ল, হযরত মাস্'আব ইব্‌নে 'উমায়র, হযরত আবূ সালমাহ্ ও তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালমাহ্ বিন্‌তে উমাইয়া, হযরত ওস্‌মান ইব্‌নে মায্'উন, হযরত 'আমের ইব্‌নে রাবী'আহ্ ও তাঁর স্ত্রী হযরত লায়লা বিন্‌তে আবী খায়সূমাহ্, হযরত হাতেব ইব্‌নে 'আমর এবং হযরত সুহায়ল ইব্‌নে বায়দা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুম)।

এসব হযরত নবূয়তের ৫ম সালে, রজব মাসে সামুদ্রিক সফর করে 'হাবশাহ্' (আবিসিনিয়া) পৌঁছেন। এ হিজরতকে (ইস্‌লামের ইতিহাসে) ১ম হিজরত বলে। এর পর হযরত জাফর ইব্‌নে আবী তালেব গিয়েছিলেন। অতঃপর অন্যান্য মুসলমানগণও হিজরত করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত শিশু ও নারীগণ ব্যতীত হিজরতকারী পুরুষদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮২তে।

ক্বোরাইশীগণ যখন এ হিজরত সম্পর্কে অবগত হলো, তখন তারা বিভিন্ন উপঢৌকন সহকারে একটা দল হাবশাহ্‌র বাদশাহ্ নাজ্জাশীর দরবারে প্রেরণ করলো। তারা বাদশাহ্‌র দরবারে পৌঁছে তাঁকে বললো, "আমাদের দেশে একজন লোক নবূয়তের দাবী করেছেন এবং লোকদেরকে বোকা বানিয়ে ফেলেছেন। তাঁর যে দল আপনার এখানে এসেছে তারা এখানে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে। আর আপনার প্রজাদেরকে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলবে। আমরা আপনাকে খবর দেয়ার জন্য এসেছি। আমাদের গোত্র আপনার নিকট এ দরখাস্ত করছে যে, আপনি তাদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন।"

নাজ্জাশী বাদশাহ্ বললেন, "আমি প্রথমে তাদের সাথে কথাবার্তা বলে দেখি।" একথা বলে তিনি মুসলমানদেরকে ডেকে পাঠালেন। আর প্রশ্ন করলেন, "আপনারা হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) এবং তাঁর মাতা সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করেন।" হযরত জাফর ইব্‌নে আবী তালিব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) বললেন, "হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল। তিনি 'কালিমাতুল্লাহ্' ও 'রূহুল্লাহ্'। আর হযরত মারয়াম কুমারী ও পূত-পবিত্রা ছিলেন।" একথা শুনে নাজ্জাশী বাদ্‌শাহ্ মাটি থেকে এক টুকরা কাঠ নিয়ে উত্তোলন করে বললেন, "আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদের মুনিব, হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) সম্বন্ধে এতটুকুও কম-বেশী করেননি যতটুকু এ কাঠ।" অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ ও হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর বাণীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

৮২. নিশ্চয় আপনি মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দুশমন ইহুদী ও অংশীবাদীদেরকে পাবেন;★ এবং নিশ্চয় আপনি মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিকটতম তাদেরকেই পাবেন যারা বলতো, 'আমরা খৃষ্টান (২০৩)।' এটা এজন্য যে, তাদের মধ্যে জ্ঞানী ও দরবেশগণ রয়েছে এবং এরা অহংকার করেনা (২০৪)। ★★★

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ
اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ
اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ
قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ
قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۸۲﴾

এটা দেখে মক্কার মুশরিকদের চেহারা মলিন হয়ে গেলো। অতঃপর নাজ্জাশী বাদ্‌শাহ্ পবিত্র ক্বোরআন থেকে কিছু শ্রবণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু সূরা মারয়াম তেলাওয়াত করলেন। ঐ দরবারে খৃষ্টান ধর্মীয় আলিম এবং দরবেশগণও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সবাই ক্বোরআন মজীদ শুনে অনিচ্ছাকৃতভাবেই ক্রন্দন করতে লাগলেন।

নাজ্জাশী মুসলমানদেরকে বললেন, "আপনাদের জন্য আমার রাজ্যে কোনরূপ ভয়-ভীতি নেই।" মক্কার মুশরিকগণ নিরাশ হয়ে ফিরে গেলো। মুসলমানগণ নাজ্জাশীর নিকট অতি সম্মান ও সুখের সাথে রইলেন এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে নাজ্জাশী বাদশাহ্‌ও ঈমান গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করলেন ★★। এ ঘটনার প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-২০৪. মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, জ্ঞান ও অহংকার-বর্জন অতিশয় কাজে আসার বস্তু। এর ফলে হিদায়ত লাভ হয়। ★★★

★ ইহুদী ও মুশরিকদের শত্রুতার কারণ হচ্ছে তাদের পুনরুত্থান ও পরকালকে অস্বীকার করা। কেননা, তারা দুনিয়াকে অত্যন্ত ভালবাসে। যে দুনিয়াকে খুব ভালবাসে সে দুনিয়ার খাতিরে দ্বীন-ধর্মকে পৃষ্ঠ পেছনে নিক্ষেপ করে। তারপর যে কোন ধরণের মন্দ কাজের ও আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা প্রদর্শনের জন্য উদ্ধত হয়ে যায়। এ কারণেই তারা পার্থিব ও ধর্মীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি অনিবার্যভাবে শত্রুতা পোষণ করতে থাকে। যেমন- হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ (দুনিয়ার ভালবাসা হচ্ছে প্রত্যেক গুনাহ্‌র শির।) পক্ষান্তরে, 'নাসারা' (খৃষ্টান)-এর ঈমানদারদের প্রতি ভালবাসা একারণেই রয়েছে (যেমন وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً الخ - এর মধ্যে এরশাদ হয়েছে) যে, ধর্মীয় মৌলিক বিষয়াদিতে (اصول دين) উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। তা হচ্ছে- তাঁরা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি প্রদর্শন করেন। আর অধিকাংশ সময় ইবাদতে অতিবাহিত করেন; নেতৃত্ব, ক্ষমতা, অহংকার ও উচ্চাভিলাষ থেকে দূরে থাকেন।

আর নিয়ম আছে যে, যাঁরা এমনই গুণাবলীতে গুণান্বিত হন তাঁরা না মানুষকে কষ্ট দেন, না তাদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ চরিতার্থ করেন, বরং সত্যের অন্বেষণ করার নিমিত্ত নম্র-অন্তর ও ভদ্র-স্বভাবসম্পন্ন হন। অথচ নাসারা (খৃষ্টানগণ) কুফরের মধ্যে ইহুদদের চেয়েও জঘন্য হয়ে থাকে। কারণ, খৃষ্টানদের

(★ পাদটীকার অবশিষ্টাংশ)

কুফর 'উলূহিয়াত' (খোদার বৈশিষ্ট্য)-এর সম্পর্কে, আর অধিকাংশে ইহুদীদের কুফর নবূয়তের বিষয়ে।

অবশ্য সমস্ত নাসারাও আবার মুসলমানদেরকে ভালবাসে না। কারণ, তাদের অধিকাংশে এমনই যে, তাদের শত্রুতা মুসলমানদের প্রতি ইহুদীদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তারাও চায় যে, মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হোক, তাঁদেরকে বন্দী করা হোক কিংবা অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হোক, তাঁদের মসজিদসমূহকে ধ্বংস করে ফেলা হোক এবং তাঁদের ক্বোরআন মজিদ পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে বিলীন হয়ে যাক! এতদ্‌ভিত্তিতে, তারা না মুসলমানদেরকে ভালবাসে, না তাঁদের সম্মান ও মর্যাদাকে বরদাশ্‌ত করে। সুতরাং ইমাম বাগাভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, "এ আয়াতে সমস্ত খৃষ্টানের কথা বলা হয়নি, বরং আয়াত ঐ সমস্ত নাসারা (বা খৃষ্টানগণ)-এর বেলায় প্রযোজ্য, যাঁদের প্রসঙ্গে তা অবতীর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ হযরত নাজ্জাশী ও তাঁর সঙ্গীগণ। কারণ, হযরত নাজ্জাশী হাবশাহ্‌র (আবিসিনিয়া) খৃষ্টান ছিলেন। যতদিন পর্যন্ত ইসলাম প্রকাশ পায়নি ততদিন তাঁরা খৃষ্টধর্মের অনুসারী ছিলেন। অতঃপর মুসলমান হয়ে গেলেন। তাঁরা মক্কা বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। বাদশাহ্ নাজ্জাশীর ওফাতও মক্কা বিজয়ের পূর্বে হয়েছে।

★★ ইসলাম গ্রহণের ঘটনাঃ উল্লেখ্য, 'নাজ্জাশী' হাবশার বাদশাহর উপাধি ছিলো যে ভাবে রোমের বাদশাহর উপাধি 'কায়সার' এবং পারস্য সম্রাটের উপাধি 'কিস্‌রা' ছিলো। হযরত নাজ্জাশীর নাম ছিলো 'আস্‌হামাহ্ (اصحمه)। আসহামাহ্ শব্দের অর্থ হচ্ছে ' عطيه ' (দান)।

হযরত জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু যখন হাব্‌শাহ্‌র বাদশাহ নাজ্জাশী আসহামার নিকট ফিরে আসলেন তখন তিনি (নাজ্জাশী) আপন শাহ্‌যাদা 'আয্‌হার ইবনে আসহামাহ্ ইবনিল হুর' (ازہربن اصحم بن الحر)-কে হাবশাহ্ থেকে ছয়জন লোক সহকারে প্রেরণ করে হুযূর সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দরবারে লিখেছিলেন-

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَادِقًا مُصَدَّقًا وَقَدْ بَايَعْتُكَ وَبَايَعْتُكَ بِابْنِ عَمِّكَ وَاَسْلَمْتُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَقَدْ بَعَثْتُ اِبْنِيْ اَزْهَرَ وَاِنْ شِئْتَ اَنْ اٰتِيَكَ بِنَفْسِيْ فَعَلْتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ 'হে আল্লার রসূল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্ তা'আলার সত্যবাদী ও সত্যায়িত রসূল হন! সুতরাং আমি আপনার বায়'আত কবূল করছি, আপনার চাচাত ভাই জা'ফর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছি। আমি আল্লাহ্ তা'আলা রাব্বুল 'আলামীনের একত্বের উপর ঈমান এনেছি। এখন আমি আমার পুত্র (আয্‌হার)-কে প্রেরণ করছি। যদি আপনার মহান নির্দেশ হয় তবে আমি নিজেও হাযির হবার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। এবং সালাম আপনার উপর, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।"

হযরত নাজ্জাশীর সাহেবযাদা কিশ্‌তির উপর আরোহণ করলেন। তাঁর সাথে তাঁর অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবও ছিলেন। কিশ্‌তি সমুদ্রের মাঝখানে পৌঁছলে তা ডুবে গেলো। আরোহীদের সবাইও নিমজ্জিত হলেন। (কারণ, এসব লোক হযরত জা'ফর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর পর রওনা হয়েছিলেন।) হযরত জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু পূর্বেই পৌঁছেছিলেন। তাঁর সাথে সত্তরজন লোক ছিলেন। তাঁদের পোষাক ছিলো পশমের তৈরী। তাঁদের মধ্যে পঁয়ষট্টিজন ছিলেন হাবশাহ্‌বাসী এবং আটজন ছিলেন সিরিয়ার। তাঁরা সবাই বাদশাহ্ নাজ্জাশীরই প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বুহায়রা রাহেবও ছিলেন। তিনি যখন তাঁদের সামনে 'সূরা ইয়াসীন' শরীফ পাঠ করলেন তখন পবিত্র ক্বোরআন শুনে তাঁরা কেঁদে ফেলেছিলেন এবং ঈমান আনেন।

(তাফসীর-ই-রূহুল বয়ান)

قِسِّيْسِيْنَ (ক্বিস্‌সীসীন)ঃ এটা قِسِّيْسٌ এর বহুবচন। রোমানদের ভাষায় قِسِّيْس (ক্বিস্‌সীস) 'আলিম' (জ্ঞানী) -কে বলা হয়।

ইমাম রাগেব বলেছেন, قِسِّيْس শব্দটা تَقَسُّسُ الشَّئِ থেকে গৃহীত হয়েছে। এটা তখনই বলা হয়, যখন কেউ কারো পেছনে চলে এবং তাকে রাতের বেলায় তালাশ করে। قسيس - مبالغه -এর صيغه (অতিশয়তার অর্থবোধক)। খৃষ্টান-আলিমদেরকে مبالغه রূপে قسّيس এ জন্যই বলা হয়েছে যে, তাঁর তাদের জ্ঞানের অনুসারী এবং ইবাদতের মধ্যে লেগে থাকেন।

হযরত ওরওয়াহ্ ইবনে যোবায়র রাদিয়াল্লাহু তা'আলা বলেছেন, নাসারা (খৃষ্টানগণ) যখন 'ইঞ্জীল'কে বিনষ্ট করে নিজেদের মনগড়া কথাবার্তা তাতে অন্তর্ভুক্ত করে দিলো, তখন তাদের মধ্যে এমন একজন লোক বেঁচে গেলেন, যিনি মূল ইঞ্জীলের আলিম (জ্ঞানী) ছিলেন। আর সত্য দ্বীনের অন্বেষণকারী ছিলেন। তাঁর নাম 'ক্বিস্‌সীসীন' (قِسِّيْسِيْن)। এতদ্‌ভিত্তিতে, যে কেউ তার অনুসৃত দ্বীনের অনুসারী হতো তাকে 'ক্বিস্‌সীস্' (قِسِّيْس) বলা হতো।

رُهْبَانًا (দরবেশগণ)ঃ এটা راهب এর বহুবচন; যেমন راكب -এর বহুবচন ركبان হয়। কেউ কেউ বলেন, এ শব্দটা (رهبان) এক বচন ও বহুবচন উভয়ই ব্যবহৃত হয়।

উল্লেখ্য, راهب থেকে رهبان গৃহীত হয়। الرهب অর্থ ভয়; অন্তরে ভয় রেখে গীর্জা -ইবাদতখানায় ইবাদত করা। উভয় শব্দকে نكره (অনির্দিষ্ট) সূচক বিশেষ্য রূপে ব্যবহার করা হয়েছে আধিক্য বুঝানোর জন্যই। (তাফসীর-ই-রূহুল বয়ান।)

★★★ ষষ্ঠ পারা সমাপ্ত।